পশ্চিমবঙ্গ

বর্ষ ১৯ ।। সংখ্যা ২৩ ।। ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৮৫ ।।২৭ অগ্রহায়ণ ১৩৯২





পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ ইলা কুণ্ডু

এডিট ঃ সুজিত কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com



সম্প্রতি অনুষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধী পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতি কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেন। মঞ্চে উপবিষ্ট ডানদিক থেকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীনিমাইসাধন বসু, কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ মন্ত্রী শ্রী পি. ভি. নরসীমারাও, রাজ্যপাল শ্রীউমাশঙ্কর দীক্ষিত এবং পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীপ্রভাস ফদিকার।

ছবিঃ অরিজিৎ ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গ

১৩ ডিসেম্বর ১৯৮৫

গ্রাহক হবার নিয়মাবলী

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে। বার্ষিক চাঁদা সডাক ১০ টাকা।
ষান্মাসিক সডাক ৫ টাকা।

পাঠকদের প্রতি

পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা প্রসঙ্গে চিঠিপত্র লেখার সময় জবাবের জন্য চিঠির সঙ্গে স্ট্যাম্প বা পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব পত্রের উত্তর দেওয়া হয় এবং সরকারি চিঠিপত্রের সার্ভিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে।

প্রধান সম্পাদক

প্রীতীন্দ্র কৃষ্ণ ভট্টাচার্য

সম্পাদকঃ ধীরেন্দ্র দত্ত

প্রতি সংখ্যার দাম ২৫ পয়সা

মনি অর্ডারে টাকা পাঠাবার ঠিকানাঃ

তথ্য অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
২৩ আর এন মুখার্জি রোড
কলিকাতা-৭০০০০১

সম্পাদকীয় দপ্তর
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিষয়সূচি

প্রচ্ছদঃ

নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা '৮৫তে পশ্চিমবঙ্গ মণ্ডপের ভেতরের একটি অংশ।

প্রচ্ছদ, পত্রপিঠ ও পত্রমধ্যবর্তী রঙিন আলোকচিত্রগুলি সাজিয়েছেন শ্রীসমরেশ মুখার্জি

পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য সরকারের সাপ্তাহিক মুখপত্র

বর্ষ ১৯।। সংখ্যা ২৩।। ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৮৫।।২৭ অগ্রহায়ণ ১৩৯২

বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ভারতের অন্যরাজ্যগুলির প্রেরণার উৎস

৫ ডিসেম্বর ১৯৮৫ শান্তিনিকেতনের গৌর প্রাঙ্গণে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধী পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্বোধন করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যমন্ডিত সংস্কৃতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য চিরদিন ধরে ভারতের অন্য রাজ্যগুলিকে প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছে। দেশের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রস্থলে সেই ঐতিহ্য ও সুনামকে রক্ষা করতে হবে।

শান্তিনিকেতনে প্রধানমন্ত্রীকে রাজ্য সরকারের পক্ষে স্বাগত জানান রাজ্যপাল শ্রীউমাশঙ্কর দীক্ষিত ও তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী শ্রীপ্রভাস ফদিকার। স্বাগত ভাষণে শ্রীফদিকার পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতি কেন্দ্রের জন্য শান্তিনিকেতনকে বেছে নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিচিত্র সংস্কৃতির মধ্যে ঐক্যের সুর খুঁজতে গিয়ে এগুলিকে একগুচ্ছ নানা বর্ণের নানা গন্ধের ফুটন্ত ফুলের সঙ্গে তুলনা করেন। পুষ্প স্তবকের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ও ভিন্ন ভিন্ন গন্ধের অনেকগুলি ফুল থাকলেও তারা একসূত্রে গাঁথা। ঐ কথার সূত্র ধরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীগান্ধী কেন্দ্রটিকে একটি পুষ্পোদ্যানের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, এই কেন্দ্রে দেশের মাটি দেশের আলো বাতাস থেকে রস সংগ্রহ করে নিত্যনূতন সংস্কৃতির বিকাশ হবে। সংস্কৃতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, নাচ গান ইত্যাদি ললিতকলা ছাড়াও একটা দেশের সমগ্র মানব সমাজের জীবন ধারণ প্রণালী তাদের ভালো মন্দ অভ্যাসও সেই দেশের সংস্কৃতির পরিচয় জ্ঞাপক। এই সব সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সংস্কৃতির বিকাশের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে ভাববিনিময় করে ভারতের সংহতি রক্ষা করতে হবে। ভাল মন্দের মধ্যে কোনটা গ্রহণীয় কোনটা বর্জনীয় সেগুলি এখান থেকেই ঠিক করতে হবে এবং একে অপরকে উদ্বুদ্ধ করবে।

ঐদিন সংস্কৃতিক কেন্দ্রটির উদ্বোধনের পর পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, মণিপুর, সিকিম, ওড়িশা ও বিহার থেকে আগত বিভিন্ন সংস্কৃতি শিল্পীরা তাদের স্ব-প্রদেশের বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

ঐদিনই এর আগে প্রধানমন্ত্রী শান্তিনিকেতনের দক্ষিণ পল্লীতে ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় সংহতি কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

পশ্চিমবঙ্গে উপ-নির্বাচন

আগামী ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৫ পশ্চিমবঙ্গে তিনটি কেন্দ্রে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে একটি লোকসভা ও দুটি বিধানসভার আসন রয়েছে। কেন্দ্র তিনটি সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্য নিচে দেওয়া হল।

বোলপুর লোকসভা কেন্দ্র

ক. ভোটারদের সংখ্যাঃ ৭৮৬২৭২

খ. ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যাঃ ৯৬২

গ. প্রার্থী

১. শ্রীসোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সি.পি.আই.এম)

২. শ্রীনারায়ণ চন্দ্র মন্ডল (নির্দল)

৩. শ্রীমুদস্সর হোসেন (নির্দল)

৪. শ্রীকমলাকান্ত রায় (নির্দল)

৫. শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় (আই.এন.সি)

শেষাংশ ৪৯০ পৃষ্ঠায়

ভারত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় পশ্চিমবঙ্গের উজ্জ্বল উপস্থিতি

নতুন দিল্লির প্রগতি ময়দানে ১৫ নভেম্বর থেকে ২৭ নভেম্বর ১৯৮৫ অনুষ্ঠিত হল ভারত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা। এই মেলায় পশ্চিমবঙ্গ এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে। এই রাজ্যের সরকারি, বেসরকারি বাণিজ্য সংস্থার ২৩টি ইউনিট ২২৬৫ বর্গ মিটার এলাকা জুড়ে এক অনন্য প্রদর্শনী মন্ডপ গড়ে তুলেছিল। সাধারণ কৌতুহলী দর্শক থেকে শুরু করে ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে উৎসাহী বিশেষ শ্রেণীর সকলেই মুগ্ধ হয়েছেন এই অপরূপ পরিবেশে।

পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে সাম্প্রতিক ও আধুনিক রীতিতে সজ্জিত ছিল এইসব বাণিজ্যিক মন্ডপ। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার আশ্চর্য রুচিশীল সমন্বয়ে তৈরি তোরণ ও মন্ডপ থেকে অনুধাবন করা গিয়েছে, ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও আধুনিক কারিগরী ও বাণিজ্যিক নবজাগরণ। এই রাজ্য যে কারিগরী দক্ষতায় ও সূক্ষ্ম বাস্তবসম্মত যন্ত্রপাতি নির্মাণে কোনো রাজ্য থেকেই পিছিয়ে নেই, তার উজ্জ্বলতম প্রমাণ মিলেছে এই ভারত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায়।

প্রগতি ময়দানের দু নম্বর গেটের বিপরীত দিকে এক অসাধারণ সৌন্দর্যমন্ডিত ফোয়ারা ও তার সঙ্গে নানাবিধ আয়নার ব্যবহার করে এক মায়াময় নাটক সৃষ্টি করা হয়েছিল। ভেতরের শিল্পরীতিতে এমন ভাবনা তুলে ধরা হয়েছে যাতে উপলব্ধি করা যায় পশ্চিমবঙ্গ আমাদের বৃহৎ মহান দেশের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ,

শেষাংশ ৪৯০ পৃষ্ঠায়

বাণিজ্য মেলা

পূর্ব পৃষ্ঠার পর

সেইসঙ্গে আধুনিকতার পথে মানুষ ও যন্ত্রের সমন্বিত প্রয়াসের চিত্র। এ রাজ্যের প্রাণের পরিচয় দীপ্ত হয়ে উঠেছে এই শিল্পরীতিতে।

যে ২৩টি ইউনিট অংশগ্রহণ করেছিল, তারা নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরেছে রাজ্যের বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প, কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নয়নের নানা দিক। কয়েকটি প্রখ্যাত ইউনিট হস্তশিল্প, হস্তচালিত তাঁতবস্ত্র, পাটজাত দ্রব্যাদি, চামড়ার জিনিসপত্র, চা এবং মিষ্টি প্রভৃতি বিক্রিও করেছেন।

নিম্নলিখিত ২৩টি ইউনিট সুষ্ঠুভাবে এই ভারত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ করেছিলঃ

১. ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনডাস্ট্রিয়াল ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড
২. ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকট্রনিক্স্ ইনডাসট্রি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড
৩. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগ
৪. পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষৎ
৫. মঞ্জুষা
৬. তন্তুজ
৭. ওয়েস্ট বেঙ্গল টি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড
৮. অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ান এনজিনিয়ারিং ইনডাসট্রি (পূর্বাঞ্চল)
৯. জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি অব ইন্ডিয়া লিমিটেড
১০. জয়শ্রী টেক্স্টাইলস্
১১. ইন্ডিয়া লিনোলিয়াম্স্ লিমিটেড
১২. ওয়েস্ট বেঙ্গল লেদার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (পরিচয়)
১৩. ডানলপ ইন্ডিয়া লিমিটেড
১৪. ক্লোরাইড ইন্ডিয়া লিমিটেড
১৫. কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প অধিকার
১৬. তন্তুশ্রী
১৭. এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
১৮. গ্রামোফোন কোম্পানী অব ইন্ডিয়া লিমিটেড
১৯. অন্নপূর্ণা ভান্ডার
২০. হিন্দুস্তান মোটরস্ লিমিটেড
২১. স্ট্যান্ডার্ড ওয়েইং মেশিন কোম্পানি
২২. এনজেল ইন্ডিয়া মেশিনস্ অ্যান্ড টুলস লিমিটেড
২৩. ন্যাশানাল জুট ম্যানুফ্যাক্চারার্স্ কর্পোরেশন লিমিটেড

উপ- নির্বাচন

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

নানুর বিধানসভা কেন্দ্র

ক. ভোটারের সংখ্যাঃ ১১২২৯৯
খ. ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যাঃ ১৪৪
গ. প্রার্থী

১. শ্রীঅধীরকুমার সাহা (আই.এন.সি)
২. শ্রীআনন্দগোপাল দাস (সি.পি.আই. এম)
৩. শ্রীনীলকান্ত হাজরা (নির্দল)
৪. শ্রীরাম হাজরা (নির্দল)

ঔরঙ্গাবাদ বিধানসভা কেন্দ্র

ক. ভোটারের সংখ্যাঃ ১০৯০৬৯
খ. ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যাঃ ১৩৪
গ. প্রার্থী

১. কুরবান আলি (নির্দল)
২. তোয়াব আলি (সি.পি.আই. এম)
৩. শ্রীমাধবচন্দ্র সরকার (নির্দল)
৪. শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ (নির্দল)
৫. হুমায়ুন রেজা (আই.এন.সি)



নয়াদিল্লির প্রগতি ময়দানে শিল্পমেলায় পশ্চিমবঙ্গ মন্ডপে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী অধ্যাপক নির্মল বসু। তাঁর বামে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প মন্ত্রী শ্রীপ্রলয় তালুকদার। [সাংবাদিক সম্মেলনের বিস্তৃত বিবরণ «পশ্চিমবঙ্গ»-র ২৯ নভেম্বর ১৯৮৫ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে]

দরকারের সময় ত্রানস্বার্থে সময়োচিত সর্বপ্রকার সহযোগিতার সপ্রশংস উল্লেখ করে তিনি সংস্থার সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনের প্রয়াসে শুভকামনা জানিয়ে তাঁর পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সমস্ত সাহায্যের আশ্বাস দেন।

সরকারি বিজ্ঞপ্তি ও ঘোষণা

উপনির্বাচনের দিন সবেতন ছুটি

আগামী ১৬ ডিসেম্বর বোলপুর লোকসভা এবং নানুর ও ঔরঙ্গাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যসরকার শিল্পসংস্থার মালিকদের অনুরোধ জানিয়েছেন যাতে ঐসব কেন্দ্রে ভোটদাতা এমন কর্মচারীদের যেন অতিরিক্ত সবেতন ছুটিসহ ঐদিন তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য পূর্ণ সাহায্য করা হয়।

তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইন ১৯৬৩-এর ৬নং ধারার (২) নং উপধারা ভুক্ত শর্তাবলী থেকে ঐসব এলাকার প্রেট্রোলিয়ামজাত পণ্যব্যবসায়ীদের অব্যাহিত দিয়েছে রাজ্য সরকার।

ঔরঙ্গাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন

মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার অধীন পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার ৫১ নং ঔরঙ্গাবাদ কেন্দ্রের উপনির্বাচন আগামী ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৫ অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচনে মোট পাঁচজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এঁরা হলেন শ্রী তোয়াব আলি-সি.পি.আই (এম), শ্রী হুমায়ুন রেজা, (ভো.জা.ক) এবং তিনজন নির্দল প্রার্থী শ্রী সাধন সাধন চন্দ্র সর্দার, শ্রী মৃণাল কান্তি ঘোষ এবং শ্রী কুরবান আলি।

এই কেন্দ্রের মোট ভোটার ১,০৯,০৫৩ জন। ভোটগ্রহণ কেন্দ্র খোলা হবে ১৩৪টি। নির্বাচন পরিচালনা এবং ভোটগ্রহণ কাজের জন্য প্রায় ৭০০ কর্মী কাজ করবেন। এছাড়াও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রায় ৫০০ পুলিশ কর্মী হোমগার্ড ইত্যাদি থাকবে।

জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি পরিকল্পে অনুদান

কার্শিয়াং পৌরসভার জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি পরিকল্প রূপায়ণের জন্য রাজ্য সরকার চলতি আর্থিক বছরে ১.৫ লক্ষ টাকা অনুদান মঞ্জুর করেছেন। এ পর্যন্ত ২৪,৭৮,০০০ টাকা এবাবদ দেওয়া হল।

বারাকপুর মহকুমাস্থিত পৌরসভাগুলির খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশিত

বারাকপুর মহকুমার অন্তর্গত পৌরসভা-গুলির খসড়া নির্বাচক তালিকা জনসাধারণের অবগতির জন্য মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে এবং পৌরসভাগুলির মুখ্য কার্যালয়ে প্রকাশিত হয়েছে। নির্বাচক তালিকায় নাম সংযোজন, সংশোধন ও বাতিলের জন্য আগামী ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৫ পর্যন্ত ৫, ৬ ও ৭ নং পৌরসভা কার্যালয়ে অবস্থিত সহকারী নির্বাচন কর্তৃপক্ষের কাছে অথবা মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে আবেদন করতে হবে।

সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ

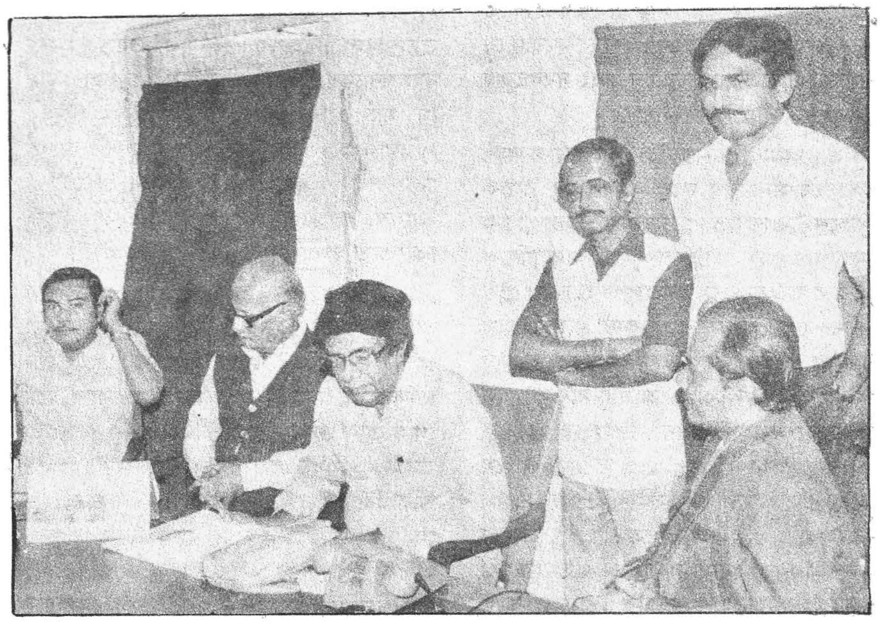
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ডাঃ অম্বরীশ মুখার্জির সাথে কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা স্মিথ স্ট্যানিস্ট্রিট ফার্মাসিটিউক্যাল্‌স লিঃ-এর প্রতিনিধিদের সম্প্রতি সৌজন্যমূকল সাক্ষাৎকারের সময় রাজ্যসরকারের স্বাস্থ্যবিভাগের কাজ কর্মে সহযোগিতার জন্য তিনি সংস্থার কর্মীবৃন্দ ও কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

২৪ পরগনায় পৌর ভোটের জন্য নির্বাচক তালিকা

২৪ পরগনা জেলার সবকটা পৌরসভার নতুনভাবে ভোটার লিস্ট তৈরির কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রাথমিক ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে গত ২ ডিসেম্বর এবং এ বিষয়ে দাবি ও আপত্তি জানাবার শেষ তারিখ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৫। আগামী ১৫ জানুয়ারি '৮৬র মধ্যে এই দাবি ও আপত্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে এবং আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এ বিষয়ে অবিলম্বে যোগাযোগ করতে পারেন।

কর্ম উৎপাদক প্রকল্প

সোনামুখী পঞ্চায়েত সমিতিতে ১৯৮৪-৮৫ সালে আর.এল.ই.জি প্রকল্পে অনুমোদিত রাস্তা প্রকল্পের সংখ্যা-৩টি (প্রকল্পের আনুমানিক মূল্য ৫৮২৩০০ টাকা) এই খাতে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ-৩৪৬১৩৯ এবং ২০৭ কুঃ ৬৭ কে. জি গম এর মধ্যে ব্যয় হয়-৩২৯৫৫২.১১ টাকা এবং ১০৩ কুঃ ২১ কে.জি. গম এবং কর্মদিবস উৎপন্ন হয়-১৯১১৩।



রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ অম্বরীশ মুখার্জির সঙ্গে এক সৌজন্যমূলক সাক্ষাতে মিলিত হন শ্রীশক্তিপাল, ডঃ নরেশ ব্যানার্জি, শ্রীদুর্গাপদ বিশ্বাস, শ্রীঅশোক পাণিগ্রাহী ও শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিশ্র।

ভারতীয় শ্রম-সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রীর ভাষণ

গত ২৪ ও ২৬ নভেম্বর নয়াদিল্লীতে ভারতীয় শ্রম সম্মেলনের ২৮ তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন রাজ্য শ্রমদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রীশান্তিরঞ্জন ঘটক।

শ্রীঘটক তাঁর ভাষণে শিল্প ও শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেছেন। তাছাড়া, শ্রমিক-কর্মচারীর ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের উপর যে আক্রমণ চালানো হচ্ছে তার প্রতিও তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

তাঁর ভাষণের পূর্ণ বয়ান নিচে দেওয়া হল।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের সঙ্গে সমপৃক্ত বিভিন্ন বিষয়ে কিছু বলার আগে আমি কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীকে ভারতীয় শ্রম সম্মেলনের এই অধিবেশন আহ্বান করার জন্য অভিনন্দন জানাই। এই সম্মেলনে দেশের শ্রমিক শ্রেণীর সামনে যেসব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ও বিষয়গুলি রয়েছে তার কয়েকটি নিয়ে আলোচনা হবে। আমরা মনে করি, যে সম্মেলন পনেরো বছরেরও পরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতে ভিন্নমুখী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের সুযোগ মিলবে যাতে করে এমন একটা ব্যাপক ঐকমত্যে পৌছানো সম্ভপর হয় তা মালিকপক্ষ ও শ্রম আন্দোলন উভয়ের কাছেই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে। সে কারণে আমরা শ্রমমন্ত্রককে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা সিটু ও এ আই টিউ ইউ সি কে আমন্ত্রণের সিদ্ধান্তগুলিকে পুনর্বিবেচনা করতে অনুরোধ করি এবং সমতার ভিত্তিতে সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য সব কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাকে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে বলি। আমরা আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করেছেন এবং সকলকেই অংশগ্রহণকারীর মর্যাদা দিয়েছেন।

২.১। আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে সারাদেশ জুড়ে মালিকপক্ষ কর্তৃক শ্রমিকশ্রেণীর নির্যাতন বেড়ে গেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ট্রেড ইউনিয়নগুলির গণতান্ত্রিক অধিকার গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নগুলির অধিকার খর্বকারী এসেনশিয়াল সার্ভিসেজ মেইনটেনান্স অ্যাক্ট্-এর আমরা তীব্র বিরোধিতা করেছি। আমরা মনে করি যে এধরনের আইনপ্রণয়ন শিল্পের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রীকরণের অঙ্গ হতে পারে না-যে লক্ষ্যের প্রতি আমরা আস্থাশীল। এছাড়া সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক ৩১১ ধারার ব্যাখ্যাতেও আমরা অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছি। এতে কোনও সরকারি কর্মচারীকে চাকুরি খোয়াতে হলে তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যাবে।

২.২। শ্রমিক অধিকারের উপর এই সব ও আরো নানা আক্রমণ সত্ত্বেও তাঁরা প্রশংসনীয় সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। আলোচ্য বিষয়সূচিতে যেসব তথ্যাদি দেওয়া হয়েছে তাতেই দেখা যায় যে ১৯৮০ সাল থকে প্রায় প্রত্যেকটি বছরই বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে ধর্মঘটের ফলে যে হারে শ্রমদিন নষ্ট হয়েছে তার থেকে অনেক বেশি নষ্ট হয়েছে লক আউটের দরুণ। ঐ বিষয়সূচিতে লক আউটের কারণ হিসেবে যে বলা হয়েছে শ্রমিকদের শৃঙ্খলহীনতা ও হিংসাপরায়ণতাই প্রধানত দায়ী সেকথার সঙ্গে আমরা একমত নই। এসব খুব সম্ভবত মালিকদেরই বক্তব্য-নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের ফলশ্রুতি নয়। আমাদের মতে এর কারণ পরিচাল্নগত ত্রুটি, প্রযুক্তির দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া, সামগ্রীর উন্নতিসাধন না করা, টাকাপয়সা অন্য কাজে লাগানো, ব্যবসায়িক সততার অভাব প্রভৃতি। এটা সকলেরই জানা আছে যে মালিকগণ প্রভিডেন্ট ফান্ড ও ই এস আই-এ তাদের দেয় দিচ্ছে না। কেন্দ্রীয় প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনারের বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে মালিকদের কাছ থেকে প্রাপ্য টাকার পরিমাণ ১১৬ কোটি টাকা। বহু কর্তব্যচ্যুত কোম্পানী আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে ও আদেশ পেয়েছে যে বকেয়া টাকা সহজ কিস্তিতে পরিশোধ করে দিলেই হবে।

২.৩। বহুক্ষেত্রেই মালিকেরা শ্রমিকদের যথেচ্ছ মজুরি ছাঁটাই ও বেশি কাজের বোঝা মেনে নিতে বাধ্য করেছে এবং যেসব চালু ইউনিট মালিকদের নিজেদের অযোগ্যতায় রুগ্ন হয়ে গেছে তার জন্যও তারা সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা আদায় করে ছেড়েছে। এছাড়াও তারা নিজেদের কায়েমী স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে লে-অফ, ছাঁটাই, লক আউটের আশ্রয় নিয়েছে অথবা ব্যাপক আকারে ক্লোজার ও একতরফাভাবে কাজ বন্ধ রেখেছে। একদিকে লক আউট, ক্লোজার ও ছাঁটাইয়ের ফলে ক্রমবর্ধমান কাজের অভাব ও অন্যদিকে অত্যাবশ্যক জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি অবিরাম লড়াইয়ের অর্জিত শ্রমিক শ্রেণীর সুযোগ-সুবিধাগুলিকে হরণ করেছে। আমরা বরাবরই বলে এসেছি যে যাবতীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ন্যায্যমূল্যে রেশন দোকান মারফৎ সরবরাহ করতে হবে যাতে দরিদ্র শ্রমিক সাধারণ কিছুটা উপকৃত হতে পারেন। এছাড়া চালু শিল্পগুলিকে সমভাবে মালমশলা যোগাতে হবে এবং নতুন নতুন শ্রমনিবিড় শিল্প স্থাপন করতে হবে। এই প্রসঙ্গে শিল্প ক্ষেত্রে ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে অটোমেশনের প্রশ্নটিও এসে যায়। আজকের দিনের একটি বড় সমস্যা হল ক্রমবর্ধমান বেকারদের কাজ দেওয়া। আমাদের অভিমত হল, আটোমেশনের দরুণ যদি কাজের সম্ভাবনা কমে যায় তবে তা সরাসরি জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে এবং তা বর্জন করতে হবে।

৩। সম্প্রতি জাতীয় শিল্পনীতিতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের চাইতে বেসরকারি ক্ষেত্রের উপর যেভাবে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে তাতে আমরা সবিশেষ উদ্বিগ্ন। মিশ্র অর্থনীতিতে বেসরকারি ক্ষেত্রের একটি ভূমিকা আছে ঠিকই, তবে অর্থনীতির পরিচালিত বিকাশের জন্য চাবিকাঠি থাকা উচিত রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের হাতে। এই প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করতে চাই যে সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন তাদের ১২-দফা দাবির সমর্থনে ১২.৯.৮৫ তারিখে পশ্চিমবঙ্গে এক ধর্মঘটের সমর্থন করে। তাদের দাবির মধ্যে ছিল চট শিল্প জাতীয়করণ, সব বন্ধ শিল্প পুনরায় চালু করা, বস্ত্রশিল্প নীতির পরিবর্তনসাধন প্রভৃতি।

৪। বোনাসের ব্যাপারে আমরা সবসময়ই শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় বিশ্বাসী এবং যৌথ দর কষাকষির পক্ষপাতী। আমরা আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে অধিকাংশ বোনাস সংক্রান্ত বিরোধ দ্বিপাক্ষিক পর্যায়ে মিটিয়ে ফেলা হয়েছে এবং গত কয়েক বছরে বিরোধের সংখ্যা কমে গেছে-১৯৮৩ সালে যেখানে ঐ সংখ্যা ছিল ৬৮০ সেটাই ১৯৮৫ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ২৯২। বোনাস প্রদান আইনের ১২ ধারা বর্জন এবং বোনাস দানের ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে মাসিক ২৫০০ টাকা করার ঘটনাকে আমরা অভিনন্দন জানাই। আমরা মনে করি যে মূল্যবৃদ্ধির দরুণ ন্যূনতম বোনাস দানের পরিমাণ ৮.৩৩ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে অন্ততঃ ১০ শতাংশ করা উচিত। এছাড়া ২০ শতাংশ ঊর্ধ্বসীমাও দূর করা উচিত।

৫। আপনি জানেন, ১৯৮৪-৮৫ সালের শেষ দিকে এবং ১৯৮৫-৮৬ সালের প্রথম দিকে চটশিল্প এক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে গেছে। ১৮টি চটকল লক-আউট হয়েছে এবং এর

ফলে হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছেন। এর মধ্যে অধিকাংশ কল আবার চালু হয়েছে বটে, কিন্তু আমরা আশঙ্কা করছি যে, অবস্থা আবারও খারাপ হয়ে পড়তে পারে।

বহুদিন ধরেই চটশিল্পের অবনতি লক্ষ্য করা গেছে। এর প্রধান কারণগুলি হল, কারখানা ও তার সাজসরঞ্জাম আধুনিকীকরণে ব্যাপারে বিনিয়োগের অভাব, সামগ্রীর ব্যবহারে বহুমুখীকরণের অভাব, আর্থিক ক্ষেত্রে সুপরিচালনার অভাব, বাণিজ্যিক সততার অভাব, আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া বাজারের সঙ্কোচন ও সেইসঙ্গে কাঁচাপাটের দামের ক্ষেত্রে স্থিরতার অভাব। এছাড়া, কৃত্রিম তন্তু তৈরি ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারত সরকারের উদার নীতিও উদ্বেগের কারণ।

কিছু কিছু চটকল মালিক নিজেরাই কৃত্রিম তন্তুজ থলি উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছেন এবং তাঁদেরই অন্যান্য সংস্থায় উৎপাদিত সামগ্রী প্যাকিং করার কাজে ব্যবহার করছেন। কাঁচাপাটের দাম দারুণভাবে ওঠানামা করছে বলে কৃষকেরই কেবল ক্ষতি হচ্ছে না পরিণামে শিল্পেরও ক্ষতি হচ্ছে—কৃষক ত' আইনানুযায়ী স্থিরীকৃত ন্যূনতম দামও পায় না। সেজন্যই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ১৯৮৩ সালে একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব পাশ করে চট শিল্পের জাতীয়করণ এবং সরকারের মাধ্যমে কাঁচাপাটের একচেটিয়া ক্রয়ের দাবি জানান হয়।

তন্ত নীতি সম্পর্কে আমাদের ঘোরতর আপত্তি আছে। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে পলিয়েস্টার ও অন্যান্য কৃত্রিম তন্তুর উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপের ফলে প্রাচীন সূতি বস্ত্র শিল্পের দারুণ ক্ষতি হয়েছে। বহু সূতাকল হয় রুগ্ন হয়ে পড়েছে না হয় বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা বিশ্বাস করি তন্ত নীতিতে প্রধান গুরুত্ব আরোপ করা উচিত (ক) দরিদ্রতর শ্রেণীর মানুষ যাতে সস্তা দরে সূতি দ্রব্য বেশি করে পায় তার উপর এবং (খ) শিল্পের কর্মসংস্থান মুখীনতার উপর। রাজ্য সরকারও বরাবর দাবি করেছেন, মাশুলের সমতা ব্যবস্থার বাতিল করতে হবে। বিকল্প হিসাবে, পরিকল্পটি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্প কাঁচামালের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করা দরকার।

বিষয়সূচিতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে শিল্পের রুগ্নতা এক মুখ্য জাতীয় সমস্যা। ঐতিহাসিক কারণে এই সমস্যা এ রাজ্যে বিপুল আকার ধারণ করেছে, ফলে বিপুল সংখ্যক শিল্প-শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছেন। সমস্যার বিশালত্ব এটা থেকেই প্রমাণিত হবে যে জুনের (১৯৮৪) শেষে যে ৫১৩টি বৃহৎ সংস্থা রুগ্ন হয়ে পড়েছে তার মধ্যে ১১৪টি পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। এই প্রসঙ্গে মনে রখতে হবে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া-র এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে শ্রমিকদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার কারণে মাত্র ২ শতাংশ শিল্প রুগ্ন হয়ে পড়েছে এবং বন্ধ হয়ে গেছে। কার্যকরী মূলধনের ঘাটতি, উৎপাদন ও বিপণনের ক্ষেত্রে যথাযথ বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের অভাব, ব্যবসায়িক সততার অভাব, কাঁচামাল সংগ্রহে অসুবিধা, শিল্প বিকাশের হার হ্রাস, উৎপাদন মূল্য ও বিক্রয় মূল্যে গরমিল, চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধি ইত্যাদি শিল্পের রুগ্নতার মূল কারণ।

আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখতে পাচ্ছি যে ভারতের শিল্প পুনর্গঠন ব্যাঙ্ক (আই আর বি আই), রুগ্ন শিল্পগুলি পুনরুজ্জীবনের ভার যাঁদের উপর ন্যাস্ত, কোন সংস্থাকে সাহায্য দানের সময় প্রায়ই তাঁরা শ্রমিক সংখ্যা কমান, তাঁদের বেতন কমিয়ে দেন, প্রভিডেন্ট ফান্ডে এবং কর্মচারী রাজ্য বীমার (ই এস আই) মালিকের দেয় অর্থপ্রদান মুলতুবি রাখেন। এধরনের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলে রুগ্ন শিল্প পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারে শ্রমিকদের সহযোগিতা পাওয়া কি আদৌ সম্ভব? এই দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা ভাবে বিচার করে বাড়তি শ্রমিককে নিয়ে নেওয়ার জন্য ভারতের শিল্প পুনর্গঠন ব্যাঙ্ককে তার কাজকর্ম সম্প্রসারিত করতে হবে। আমাদের এ ধারণাও জন্মেছে যে উক্ত ব্যাঙ্ক প্রায়শই পুনর্গঠনের ব্যাপারে বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে না, কেবল দুর্গতি লাঘবের উদ্দেশ্যে কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এখানে আমি বেঙ্গল পটারিজ-এর ব্যাপারটি উল্লেখ করতে চাই, আই আর বি আই এখানে কার্যকরী মূলধনের চাহিদা পুরো মেটানোর বদলে কেবল বেতন ও মজুরি দিয়ে যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আমি একটি ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ না করে পারছি না—আই আর বি আই তাদের সাহায্যপ্রাপ্ত কতকগুলি রুগ্ন সংস্থা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে এবং এক্ষেত্রে তারা শ্রমিকদের পুনর্বাসনেরও কোন ব্যবস্থা করে নি। রাজ্য সরকারের সঙ্গেও আগে থাকতে কোন পরামর্শ করে নি।

বহুক্ষেত্রেই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির ট্র্যাক রেকর্ড থেকেও দেখা যায় যে অনেক কিছুই অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে। কাঁচামাল ও কার্যকরী মূলধনের ঘাটতি, পরিকল্পনার অভাব, অদক্ষ পরিচালনা ইত্যাদির কারণে পশ্চিমবঙ্গের অনেকগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা (যেমন, টায়ার কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া, সাইকেল কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া ইত্যাদি) এ সব কারণে ভুগছে। পশ্চিমবঙ্গে এক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার অধীনে দুটি দুঃসাধ্য ইউনিটকে এই অজুহাতে বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে যে উক্ত ইউনিট দুটিতে আর লাভ হচ্ছে না। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির যদি উন্নয়ন খাতে সময়মত বিনিয়োগ না করে, সেগুলি যদি বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা হয়, তবে শিল্প পরিস্থিতির উপর গুরুতর প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য।

অসুবিধাজনক বাজেট পরিস্থিতি, সীমাবদ্ধ ক্ষমতা এবং ব্যাঙ্ক ও বিত্ত সংস্থান প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে উল্লেখযোগ্য সাহায্য না পাওয়া সত্ত্বেও আমরা কয়েকটি রুগ্ন সংসহার ভার নিয়েছি, সেগুলিকে জাতীয়করণ করেছি এবং কয়েক হাজার শ্রমিকের চাকরি ফিরিয়ে দিয়েছি। কিন্তু কোন রাজ্য সরকার কোন সংস্থা জাতীয় করণ করলে তার অতীত দায় সেই সরকারকেই মেটাতে হবে বলে ভারত সরকার যে কড়ার করেছে, তার ফলে সরকারের নিয়ে নেওয়া সংস্থাগুলির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কেবল অনিশ্চয়তাই সৃষ্টি হয়নি, ঐগুলির পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টায় বাধাও পড়েছে। আমরা জানি সব কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নই এ নীতির বিরোধীতা করেছে। আরও বহু শ্রমিকের চাকরি যদি বাঁচাতে হয় এবং বর্তমান পরিসম্পৎ যদি কার্যকরীভাবে সদ্ব্যবহার করতে হয়, উক্ত নীতি তাহলে বাতিল করতে হবে বলে মনে করি। আমরা এটাও মনে করি যে আই (ডি এন্ড আর) অ্যাক্ট বলে যে সংস্থার পরিচালন ভার গ্রহণ করা হয়েছে তাকে ডিনোটিফাই করার আগে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করার ব্যবস্থা থাকা দরকার এবং উক্ত আইনকে সেজন্য সংশোধন করতে হবে। এ ধরনের কোন সংস্থার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার যদি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন, তবে ডিনোটিফিকেশনের প্রস্তাবে তাঁদের সম্মতি বাধ্যতামূলক করতে হবে।

সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য আমাদের সরকার উপযুক্ত আইন তৈরি করানোর চেষ্টা করেছেন। আমাদের দৃঢ় অভিমত এই যে ট্রেড ইউনিয়ন গুলির স্বীকৃতি কেবল গোপন ব্যালটের ভিত্তিতেই হওয়া উচিত। গোপন ব্যালটের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা শ্রমিকদের দেওয়ার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্টের যে সব সংশোধন বিধান সভায় গৃহীত হয়েছে, এখনও সেগুলি রাষ্ট্রপতির সম্মতি পায়নি।

আমরা সর্বদাই বলে আসছি যে পরিচালন ব্যবস্থায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ পরিকলপটি শপ ও কারখানা স্তরে রূপায়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পর্ষৎ স্তরেও রূপায়িত না হলে এ পরিকল্প সার্থক হবে না । অংশীদার ও

শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বের অংশ সমান হবে। ডাইরেক্টরদের যে অধিকার ও পদমর্যাদা থাকবে প্রতিনিধিদেরও তাই থাকবে। গোপন ব্যালটে তাঁরা নির্বাচিত হবেন। বেসরকারি ক্ষেত্রের বহু সংস্থায় ব্যবসায়িক সততা এবং পরিচালক ও শ্রমিকের মধ্যে সমঝোতার অভাব লক্ষ্য করে আমরা এটাও মনে করি যে পরিকল্পটি খুব সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষামূলকভাবে প্রচলন করা দরকার এবং বেসরকারি ক্ষেত্রে বাছা বাছা কিছু শিল্প সংস্থায় প্রয়োগ করা দরকার।

অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকের সমস্যাবলীর প্রতি আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। তাঁরা যাতে ন্যায্য মজুরি পান তা দেখতে হবে। আমরা মনে করি ১৫শ শ্রম সম্মেলনের সুপারিশ অনুযায়ী শ্রমিকদের ন্যূনতম চাহিদার ভিত্তিতে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি স্থির করতে হবে। তাছাড়া, বেশি মজুরির জন্য শ্রমিকদের আন্দোলনের অধিকারও যেন ন্যূনতম মজুরির বিজ্ঞপ্তি দান বা মজুরি পর্ষৎ গঠনের মাধ্যমে খর্ব করার না হয়।

এই সম্মেলনে যে সব বিষয় আলোচিত হবে তা থেকে দুর্ভাগ্যবশতঃ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ পড়েছে—বিভিন্ন শিল্পে নারী শ্রমিকদের বিশেষ সমস্যাগুলি এখানে আলোচনার জন্য স্থান পায়নি। আমাদের দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৫০ শতাংশই নারী—এই সম্মেলন তাঁদের সমস্যা উপেক্ষা করতে পারে না। দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন শ্রম আইনে নারী শ্রমিকদের সম্পর্কে যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেগুলি কঠোরভাবে রূপায়ণ করার ফলে নারী শ্রমিকদের সংখ্যা কমেই যাচ্ছে। চট ও সূতা কলে এবং কয়লা খনিতে এটা বিশেষ করে নজরে পড়ে। একই ধরনের কাজের জন্য প্রদত্ত মজুরির ব্যাপারেও পুরুষ ও নারী শ্রমিকদের মধ্যে বৈষম্য চোখে পড়ে। এই বৈষম্য দূর করে নারী শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ উন্নত করার লক্ষ্যে প্রচলিত আইনের উপযুক্ত সংশোধন আমাদের করতে হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে নারীরা যাতে চাকুরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় সে উদ্দেশ্যে তাদের জন্যে উপযুক্ত বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

সভাপতি মহাশয় এবং মাননীয় সদস্যবৃন্দ সর্বশেষে আমি বলতে চাই মালিক শ্রেণী ও কায়েমী স্বার্থের সর্বাত্মক আক্রমণের ফলে শ্রমিক শ্রেণী ও সাধারণ মানুষকে আজ উত্তরোত্তর দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এই শোচনীয় পরিস্থিতির যদি আরও অবনতি ঘটতে দেওয়া হয় বা এ পরিস্থিতি চলতে দেওয়া হয় তবে আমাদের জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তার ফল হবে মারাত্মক। আমরা আশা করি এই সম্মেলন থেকে নতুন নতুন চিন্তাধারা উদ্ভূত হবে, নতুন নতুন প্রস্তাব গৃহীত হবে। আশা করব সেগুলি সরকারের নীতিকে এমনভাবে প্রভাবিত করবে, যে যাতে শ্রমিকদের অধিকার ও সুযোগসুবিধা পুরোপুরি সংরক্ষিত হয় এবং জাতি গঠনের কাজে তারা সমান অংশীদার হিসাবে কাজ করতে পারে।

শহর ও গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনার উপর আলোচনা

রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ গরিব মানুষের স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মধ্য দিয়ে কিভাবে শহর ও গ্রাম উন্নয়নের কাজ করা যেতে পারে সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের একটি আলোচনাসভা বৃহস্পতিবার রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদের দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি রাজ্য বিধানসভায় যে পশ্চিমবঙ্গ শহর ও গ্রাম উন্নয়ন আইন ১৯৭৯ গৃহীত হয়েছে, তারই নিরিখে এই আলোচনা সভায় বিশেষজ্ঞরা তাঁদের মতামত দেন। এই আলোচনা সভায় উদ্বোধন করেন পৌরমন্ত্রী শ্রীপ্রশান্ত শূর। প্রধান অতিথি ছিলেন মেয়র শ্রীকমল বসু। এছাড়া বিভিন্ন পৌরসভার চেয়ারম্যান, হাওড়া পৌরসভার মেয়র আলোকদূত দাস, রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদের সদস্য শ্রীঅসীম দাশগুপ্ত, অধ্যাপক মোহিত ভট্টাচার্য, অধ্যাপক বিপ্লব দাশগুপ্ত এবং সি এম ডি এর পদস্থ অফিসাররা আলোচনায় যোগ দেন। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত। আলোচনা সভাটির উদ্যোক্তা ছিলেন ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড আরবান স্টাডিজ।

শ্রী অসীম দাশগুপ্ত বলেন, রাজ্যের গরিব মানুষের উন্নতির কথা ভেবে শহর ও গ্রামোন্নয়ন আইন বামফ্রন্ট সরকার রচনা করেছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা দরকার যাতে সত্যি সত্যিই আমাদের পরিকল্পনা থেকে গরিবরা উপকৃত হন। এটা দেখা যায় যে, কোন এলাকার উন্নতি হলে সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার জমির দাম বেড়ে যায়। ফলে সেই এলাকার মালিকানা বড়লোকের হাতে চলে যায়। সুতরাং জমির বাজার নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তা ভেবে দেখা দরকার। সেই সঙ্গে যে আইন রচিত হয়েছে, তা প্রয়োগ করতে গেলে কি কি বাধা আসতে পারে, সেটা অনুমান করে আইনের ফাঁকগুলি ভরাট করা দরকার। অন্যথায় অর্থের অপব্যয় হতে পারে। শ্রী দাশগুপ্ত বলেন, একদিকে যেমন কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা ঘিরে উন্নয়নের পরিকল্পনা দরকার, তেমনি রাজ্যের ২০০টি ব্লক হেডকোয়ার্টারে এখন ১০,০০০ এর বেশি মানুষ বসবাস করেন, ফলে এই এলাকাগুলি নগর উন্নয়ন আওতায় আনা উচিত কিনা সেটাও বিচার্য। এছাড়া সি এম ডি এ ও পৌরসভার মধ্যেকার সম্পর্ক কি হবে, পৌরসভার দখল হয়ে যাওয়া নির্জস্ব জমি উদ্ধার করার জন্য কিভাবে টাকা জোগাড় করা যায় তা ভেবে দেখা উচিত। শ্রী দাশগুপ্ত বলেন, বামফ্রন্ট সরকার পৌরসভায় ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করেছেন। এই সমস্ত নির্বাচিত সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করে গ্রাম ও শহরের উন্নয়নের কাজে গণউদ্যোগ সৃষ্টি করার মতো পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

মেয়র শ্রীকমল বসু বলেন, গ্রাম ও শহরের উন্নতির জন্য অবিলম্বে একটি বিজ্ঞান-ভিত্তিক পরিকল্পনা কাঠামো তৈরি করা প্রয়োজন। দেরি হলেও এ কাজ এখনই করা উচিত। তিনি তাঁর বক্তব্যে কলকাতা শহরের অপরিকল্পিত বিকাশকে রোধ করার জন্য আইন প্রণয়নের কথা বলেন।

শ্রীপ্রশান্ত শূর তাঁর ভাষণে বলেন, বামফ্রন্ট সরকার আসার পর গ্রাম ও শহরের উন্নয়নের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি গত পরিবর্তন ঘটেছে। কংগ্রেস আমলে বড়লোকদের কথা চিন্তা করে পরিকল্পনা করা হতো। যেখানে কংগ্রেস আমলে মফস্বলের উন্নতির জন্য ৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হতো আমরা ১০৪ কোটি টাকা বারাদ্দ করেছি। তবে যাঁরা নগর উন্নয়নের পরিকল্পনা করেন, সেই বিশেষজ্ঞদের অনেকের মধ্যেই সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার নয়। তাঁরা পশ্চিমী শিক্ষার ট্রেনিং নিয়ে এসে, সেইসব দেশের মতো এদেশের পরিকল্পনা করেন। ফলে গরিব মানুষের বাস্তব সমস্যার সমাধান হয় না। পৌরমন্ত্রী বলেন, গ্রাম ও নগর উন্নয়নের কাজে সমস্ত পর্যায়ে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা উচিত। তিনি বলেন, একমাত্র সচেতন গণউদ্যোগ সৃষ্টি করতে পারলে উন্নয়নের কাজকে সফল করা যায় এবং অর্থের সাশ্রয় করা যায়।

দুর্গাপুর ইস্পাতঃ কারখানার স্বার্থেই কারখানার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রয়োজন

লোকেন গুপ্ত

বিধান সভার বাজেট অধিবেশন শেষ হবার হপ্তাখানেক আগেই ব্যাপারটা এসেছিল বিধানসভায় আলোচনার জন্য। বিরোধী ও বামফ্রন্ট সদস্যরা একযোগে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকবরণ চাই কারখানার স্বার্থে।

ব্যাপারটা যে আনকোরা নতুন বা এই প্রথম আলোচিত হ'ল, তা মোটেই নয়। আগেও আলোচিত হয়েছে। তবে তার প্রেক্ষাপটের থেকে এবারের প্রেক্ষাপট আলাদা ছিল। এবারের আলোচনা শুরু হবার বছরখানেক আগে সংবাদিকদের এক সম্মেলনে যোগ দিতে এসে সেদিনকার কেন্দ্রীয় অমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন যে, দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার সম্প্রসারণ ও আনুনিকীকরণের জন্য ১২০০ কোটি টাকা খরচ করা হবে। কথাটা শুনে কারখানা কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ পর্যন্ত সকলেই আশ্বস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তারপরে কেন্দ্রে কিছু পরিবর্তন ঘটে গেছে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু ঘটেছে। লোকসভায় নতুন নির্বাচন হয়েছে। নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। তারপর থেকে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার আধুনিকীকরণ বা সম্প্রসারণের ব্যাপারে দিল্লীর দিক থেকে আর কোন কথা শোনা যায় নি। টাকা দেওয়া তো দূরে থাক। কাজেই ১২০০ কোটি টাকা দুর্গাপুরে না এসে দিল্লীতেই পড়ে আছে।

তাই আবার আলোচনা শুরু হয়েছে। সেই আলোচনাই একটা পর্যায়ে এলে বিধানসভায় সর্বদলীয় সিদ্ধান্ত রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

বিধানসভায় আলোচনা শুরু হবার কয়েকদিন আগেই কেন্দ্রীয় ইস্পাত দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনটবর সিং এক প্রশ্নের উত্তরে লোকসভার সদস্যদের জানান যে, এইবছর ১৯৮৪-৮৫ সালে স্টীল অথরিটি অব ইন্ডিয়া লিমিটেড লাভ করেছে। গত বছরের তুলনায় এই বছর রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে বিক্রয়যোগ্য ইস্পাত উৎপাদন ১৩.৩% বেশি হয়েছে।

সারণী–১

বছর	উৎপাদন
১৯৮৩-৮৪	৪৩ লক্ষ টন
১৯৮৪-৮৫	৪৯ ,,

ইউনিটগতভাবেও স্টীল অথরিটি অব ইন্ডিয়ার বা 'সেইল'-এর অধীনে ভিলাই, বোকারো, রৌরকেল্লা এবং দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় গত বছরের চেয়ে এই বছর উৎপাদন ভাল হয়েছে।

সারণী–২

কারখানা	উৎপাদন	লক্ষ টন
	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫
ভিলাই	১৫.৮	১৮.১
বোকারো	১২.৯	১৪.৬
রৌরকেল্লা	৮.৬	১০.১
দুর্গাপুর	৬.০২	৬.২১

বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও সেইলের উন্নতি হয়েছে। গত বছর যেখানে ৫.২ কোটি টাকার ইস্পাত রপ্তানি হয়েছিল, সেখানে এই বছর ৬৪.৪ কোটি টাকার ইস্পাত রপ্তানি করা হয়েছে। আগামী বছরের জন্য আরও আশাব্যঞ্জক লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট হয়েছে। স্থির হয়েছে যে, ১৯৮৫-৮৬ সালে ৫৪.৮ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপন্ন হবে। অর্থাৎ ১৯৮৪-৮৫ সালের তুলনায় ১২% বেশি উৎপাদন ধার্য করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও চিন্তা করা হয়েছে যে, ১৯৮৫-৮৬ সালে নীট-লাভের পরিমাণ সম্ভবত দাঁড়াবে ১০০ কোটি টাকা এবং সেই দেয় সুদের টাকা বাদ দিয়েই।

সামগ্রিকভাবে চিত্র আশাব্যঞ্জক, কোন সন্দেহ নেই এবং দুর্গাপুরেও গত বছরের তুলনায় উৎপাদন এইবছর ভাল হয়েছে, এটাও ঠিক। তবে সেই ভাল হওয়াটার তো একটা মাত্র আছে। সেটা তুলনামূলকভাবেই মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। সারণী-৩ দেখলে

সারণী–৩

কারখানা	১৯৮৩-৮৪-র তুলনায় ১৯৮৪-৮৫তে উৎপাদন বৃদ্ধির হার
রৌরকেল্লা	১৭.৫%
ভিলাই	১৫.
বোকারো	১৩.২%
দুর্গাপুর	৩.২%

উৎপাদনের আসল চেহারা বোঝা যাবে না। উৎপাদনের আসল চেহারা বুঝতে হলে প্রতিটি বিভাগের উৎপাদন চেহারার দিকে আলাদাভাবে তাকাতে হবে এবং সেইভাবে যদি তাকান যায় দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার প্রতিটি বিভাগের উৎপাদনের দিকে। (সারণী–৪)

সরণী–৪

বিভাগ	১৯৮৩-৮৪ সালে আসল উৎপাদন	১৯৮৪-৮৫ সঃ প্ল্যান (টনের	আসল আসল হিসাবে)	% পূর্ণতা
১. ওয়াশারি				
আউটপুট	৪,৮৮,৭৫৬	৪,৫২,৮০০	৪,৩১,৬৬৯	৯৫%
২. ওভেন পুলড্ সংখ্যা/দিন	২০২.২	১৯৭	১৮০	৯১%
৩. হটমেটাল	৯৭,৭৪,৩০	১১,০০,০০০	৮৮৩,১২৯	৮৪%
৪. বিক্রয়যোগ্য পিগ আয়রণ	১৫৯,৩৬৫	২,০০,০০০	৬৪,৫৮৫	৩২%
৫. ব্লুমিং মিল	৬৯৯,৮৯২	৮৫,০০০	৫৯,১৬৩২	৭০%
৬. বিলেট মিল	৩৪৯০২১	৪৬৫০০০	২৮,২১৮	৬১%
৭. হুইল ফিনিশড্ (সংখ্যা)	২০,৫০০	১৯১৭০	১১,৬২২	৬১%
৮. এ্যাক্সেল ফিনিশড্ (সংখ্যা)	১০,৪০৯	১০৯৮৫	৫২২৮	৪৮%
৯. ইকোয়েল সেঠস্ এ্যাসেম্বল্ড (নং)	১০,৩০৩	১০০০৫২	৫৬১৭	৫৬%

অর্থাৎ বিক্রয়যোগ্য পিগ্ আয়ারণ থেকে শুরু কবে সমস্ত রকমের ফিনিসড্ প্রোডাক্টসের ক্ষেত্রে উৎপাদনের হার মোটেই উৎসাহব্যঞ্জক নয়। কেন এমন হচ্ছে? কে এর জন্য দায়ী? মালিক না শ্রমিক? শ্রমিককে আর দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় এর জন্য দায়ী করা যাচ্ছে না। এমন কি মালিকও করতে পারছে না। ইস্পাত উৎপাদনের ব্যাপারে ঘাটতির ক্ষেত্রে মূলত যে কয়টি উপাদানকে দায়ী করা হয়, তার মধ্যে পড়ে যান্ত্রিক গোলযোগ, বৈদ্যুতিক গোলযোগ, শ্রমিক বিরোধ ইত্যাদি। সেই হিসাবে বিচার করলে নমুনা হিসাবে দুইটি ক্ষেত্রে যেমন ইনগট্ স্টীল উৎপাদন এবং বিক্রয়যোগ্য ইস্পাত উৎপাদনেরও ব্যাপারে দেখা যাবে যে, শ্রমিক বিরোধ মোটেই দায়ী নয়। বরঞ্চ যান্ত্রিক গোলযোগ, বৈদ্যুতিক গোলযোগ এবং অপরেশানাল গোলযোগই মূলত এর দায়ী (সারণী-৫)

সারণী–৫

উৎপাদন সময়ঃ এপ্রিল ১৯৮৫

ইনগট স্টীল	নির্ধারিত সময় (ঘন্টা)	নির্ধারিত সময়ের উপর অধিক/কম সময় লেগেছে ঘন্টা
যান্ত্রিক গোলযোগ	৪৩	(+) ৫৫
বৈদ্যুতিক ,,	২৯	(+) ঐ
অপারেশানাল ,,	৭১	(+) ৩৬
শ্রমিকবিরোধের জন্য ক্ষতি		–
বিক্রয়যোগ্য ইস্পাত		
যান্ত্রিক গোলযোগ	৭০	(+) ৬১
বৈদ্যুতিক ,,	৪	(+) ৮
অপারেশানাল ,,	৪৭	(–)৯
শ্রমিক বিরোধের জন্য ক্ষতি	–	

এই যান্ত্রিক গোলযোগ, বৈদ্যুতিক গোলযোগ এবং অপারেশানাল গোলযোগ থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? উপায় হলো আরো উন্নত পদ্ধতিতে উৎপাদনের ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো। অর্থাৎ এরই জন্য প্রয়োজন কারখানার অর্থাৎ দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার আধুনিকীকরণ এবং সম্প্রসারণ।

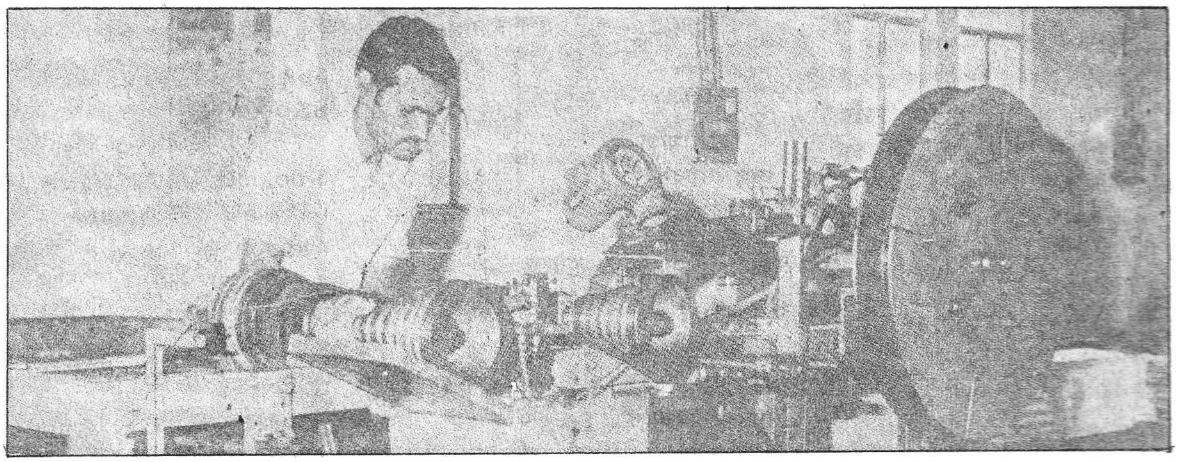
১৯৮৫-৮৬ সালের জন্য দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে নিম্নরূপঃ,

ইনগট্স্টীল	৯০০,০০০ টন
বিক্রয়যোগ্য ইস্পাত	৭২০,০০০টন

কিন্তু সেই লক্ষ্যমাত্রায় পৌছানো যাবে কি? দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের সাথে সি আই টি ইউ, এ আই টি ইউ সি এবং আই এন টি ইউ সি'র কারখানার উৎপাদনের ব্যাপারে এক বৈঠকে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে ইউনিয়ন এবং কর্তৃপক্ষ দুই তরফই সক্রিয় সহযোগিতার হাত প্রসারিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবু সন্দেহ থেকে গেছে বর্তমানের এই যন্ত্রপাতিতে সেটা সম্ভব হবে কিনা। উত্তর একটাই-হবে না। তার জন্য প্রয়োজন দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার আধুনিকীকরণ এবং সম্প্রসারণ।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নটবর সিং বলেছেন এর জন্য দুর্গাপুর ইস্পাতকে ৯৮১ কোটি টাকা দেওয়া হবে। এক বছর আগে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছিলেন যে দুর্গাপুর ইস্পাতের আধুনিকরনে এবং সম্প্রসারণের জন্য ১২০০ কোটি টাকা দেওয়া হবে। মাত্র এক বছরের মাথায় জিনিসের দাম যখন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, তখন দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের খাতে খরচ বসিয়ে করিয়ে দেওয়া হল ২১৯ কোটি টাকা। কিসের জন্য?

তাও এই ৯৮১ কোটি টাকা কেন্দ্রের ব্যাংক থেকে রাজ্যের কারখানায় এসে পৌছাবে কি? কারখানার কর্তৃপক্ষও জানেন না, ইউনিয়নও জানে না সেকথা। তবু তারা তৈরি। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছেন এবং এখনও করছেন যে, আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের ফলে নতুন যন্ত্রপাতি কারখানায় আসলে কিভাবে ও কেমনভাবে চালানো হবে কারখানা, সেই ব্যাপারে। তাই, দুর্গাপুর কারখানার স্বার্থে বিধানসভার সকল সদস্য সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, কারখানার আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের জন্য অবিলম্বে প্রতিশ্রুত টাকা দিয়ে দিতে। এটা প্রয়োজন যেমন রাজ্যের অর্থনীতির স্বার্থে, তেমনি প্রয়োজন দেশের সামগ্রিক ইস্পাত উৎপাদনের স্বার্থে।



পঞ্চায়েত পরিক্রমা

আটারখাই গ্রাম পঞ্চায়েত

আটারখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮২-৮৩ সালের সার্বিক উন্নয়নের খবর জানানোর আগে এই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিষয়ে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক তথ্য উল্লেখ করার প্রয়োজন। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়তন ৬৯২৫ একর এবং লোকসংখ্যা আনুমানিক ৩৬ হাজার। গ্রাম সভার সংখ্যা ৭, গ্রামের সংখ্যা ১৯, গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ২৫ এবং মনোনীত সদস্য সংখ্যা ২।

মোট জনসংখ্যার ৭৩ ভাগ কৃষিজীবী অথবা কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। দার্জিলিং জেলার এই অংশে ভৌগলিক কারণে গভীর নলকূপ খনন করা সম্ভব না হওয়ায় ছোট ছোট সেচ নালা, বাঁধ নির্মাণ কিংবা সংস্কার করে সেচের সমস্যা মেটানর চেষ্টা চলছে। ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে ৫০০ পরিবারকে কৃষিজমি ও বাস্তুজমি বন্টন করা হয়েছে। কৃষি সংক্রান্ত ঋণ দেওয়া হয়েছে ৪০০ জন কৃষককে। এ ছাড়া দু'হাজার মিনিকিট বিতরণ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসায় এবং কৃষি উন্নয়নের জন্য আই.আর.ডি.পি.'র মাধ্যমে ২২০০ পরিবারকে ৪৬ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। ১৯৮৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এই প্রকল্পের আওতাধীনে আরো ৫০০ আবেদনপত্র কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠান হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের সুপারিশ অনুযায়ী ১০ জন বৃদ্ধ কৃষক কৃষি পেনশন পাচ্ছেন।

গ্রামীণ গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৬৭টি পরিবারকে সরকারি টাকায় ১৬৭টি বাসগৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে।

এই পঞ্চায়েতের আওতাধীন বিভিন্ন গ্রামে ৫০টি নতুন কুয়ো খোঁড়া হয়েছে এবং ২৮টি পুরোণো কুয়োর সংস্কার করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে গত ১৯৮৪ সালে যে আন্ত্রিক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে তখন এই গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফ থেকে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে প্রায় ৫০০ শিশুকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

খেলোয়াড়দের উৎসাহ বৃদ্ধি করার জন্য পঞ্চায়েতের টাকায় বড়মোহন সিংজোত এবং পাতিরাম জোতে খেলার মাঠ সংস্কার করা হয়েছে। এই পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই পঁচিশ হাজার টাকার মাথা পাড়ি মৌজায় খেলোয়াড়দের জন্য একটি পাকা বাড়ি তৈরির কাজ চলছে। এ ছাড়া একটি মুক্তমঞ্চ তৈরির জন্য ৭ হাজার টাকা অনুদান মঞ্জুর করা হয়েছে।

সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্য সামনে রেখে ৫০ জন দুঃস্থ নরনারীকে স্থায়ী ভাবে এবং ১৫০০ জনকে সাময়িক ভাবে ত্রাণ বাবদ অর্থ/গম ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন গ্রামের ৪৫ জন দুঃস্থ মহিলা সেলাই ও বুনন শিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন এ ছাড়া শিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলাদের স্ব-নির্ভর কর্মসূচির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা চলছে।

১৯৮২-৮৩ আর্থিক বছরে বিভিন্ন খাতে আয় হয়েছে ১,৭৮,৮৮৭.৭১ টাকা। এবং খরচ হয়েছে ১,৫৪,৫৭৫.৭২ টাকা। এই খরচের মধ্যে জাতীয় কর্মসংস্থান প্রকল্পের জন্য সরকারের বরাদ্দ করা টাকা ছিল ৩৫০০০.০০ টাকা। চাল বিতরণ করা হয় ৭৯৬২ কেজি এবং ৩৯৬২ টি শ্রম দিবস তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

১৯৮৩-৮৪ সালে জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে সরকার মঞ্জুর করেছেন ২৬০০.০০ টাকা এবং গম ২৩২০ কেজি। এই টাকা এবং গমের বিনিময়ে ১২টি প্রকল্প রূপায়ণ করা হয়েছে, যার জন্য মোট খরচ হয়েছে ১৪৫৯৪.৫০ টাকা এবং ২৩২০ কেজি গম। এর জন্য মোট শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে ২৬৬৪টি।

১৯৮২-৮৩ সালে কর আদায় হয়েছে ২৭,৪৫৬.৪৯টা এবং বকেয়া রয়েছে ৩২০০০.০০ টাকা। ৮৩-৮৪ সালে কর আদায় হয়েছে ১৬,৬১৩.০০ টাকা এবং বকেয়া প্রায় ৫০ হাজার টাকা।

নিজস্ব সংবাদ দাতা

মাড়ড়া গ্রাম পঞ্চায়েতঃ কিছু তথ্য

মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত অন্যতম গ্রাম পঞ্চায়েত মাড়ড়া। এই গ্রাম পঞ্চায়েতেরও শৌচাগার ও বিদ্যুতের ব্যবস্থাসহ নিজস্ব গৃহ আছে। ফুলবাগানের মাঝে পাঁচিল ঘেরা সুন্দর একটি ভবন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসবার পর ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে এই ভবনের উদ্বোধন হয়

এই গ্রামপঞ্চায়েত সম্পর্কে কিছু তথ্য জানালেন পঞ্চায়েতের সদস্য শ্রী অশোক ব্যানার্জি এবং পঞ্চায়েতের ভারপ্রাপ্ত সচিব ও কর্ম সহায়ক।

মাড়ড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আয়তন ৩৫৩৬.৪৫ একর। ১৭,১১৯ জনসংখ্যা বিশিষ্ট এই গ্রামপঞ্চায়েতের মধ্যে হাজরা, দাস (মুচি), জেলে, বাগদি প্রভৃতি তফসিলী জাতি-উপজাতিভুক্ত সম্প্রদায়ের মানুষও আছেন। এখানকার মানুষের শিক্ষার জন্য আছে ১০টি প্রাথমিক এবং ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এই এলাকার ২টি ডাকঘর আছে। একজন ডি.এম.এস চিকিৎসক এবং একজন কম্পাউন্ডার প্রতিদিন সকালে পঞ্চায়েতের গরিব মানুষের মধ্যে ওষুধ বিতরণ করেন।

কৃষিপ্রধান এই পঞ্চায়েত এলাকার প্রধান ফসলের মধ্যে আছে ধান, গম, আখ ও পাট। এছাড়া কপি, আলু ও লঙ্কারও উল্লেখযোগ্য চাষ আছে। বিভিন্ন পুকুর ও ডোবায় মৎস্যচাষ হয়-এই চাষে জেলে ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষই অধিক সংখ্যায় নিয়োজিত।

১৯৮৩ সালে নির্বাচিত ১৮ জন পঞ্চায়েত সদস্যের মধ্যে ১২ জন আর.এস.পি দলভুক্ত। পঞ্চায়েত প্রধান হলেন শ্রীজামির হোসেন উপপ্রধান শ্রী নিতাইপদ মন্ডল।

১৯৮৩-৮৪ থেকে ১৯৮৫-৮৬ সাল পর্যন্ত পঞ্চায়েতের কাজের খতিয়ান নিম্নরূপঃ

১৯৮৩-৮৪

গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ-৭, মোট খরচ-১৩,৫০০.০০ টাকা, মোট শ্রমদিবস-২২৫০। বিদ্যালয় মেরামত-৫২৭.০০ টাকা। শৌচাগার ও প্রাচীর নির্মাণ বাবদ মোট খরচ-২৪৫৩৮.০০ টাকা।

নলকূপ মেরামত-১৪, পুনঃখনন-১৫, নতুন-২, মোট খরচ-৮৮৯৩.০০।

১৯৮৪-৮৫

বৃক্ষরোপণ-১৮৫, (পঞ্চায়েত এলাকায়)। কাঁচা রাস্তা মেরামত-১১ কিঃ মিঃ মোট খরচ-৩৩,৬৩১.০০ টাকা। গম-৬৭ কুঃ মোট শ্রমদিবস-৬,২৭৬। প্রাথমিক স্কুল বাড়ি পুনঃনির্মাণ-(জানকী নগর প্রাথমিক বিদ্যালয়) মোট খরচ-৯,৮১২.০০ টাকা। নলকূপ মেরামত-৮, পুঃ খনন-১৩, নতুন-১, মোট খরচ-১০৫৮২.০০।

১৯৮৫-৮৬ (সেপ্টেম্বর পর্যন্ত)

বৃক্ষরোপণ-১৫০, নলকূপ পুনঃ খনন-১১, মেরামতি-৫, পুকুর পাড় বাঁধানো মোট খরচ-৩৩৭৫.০০ টাকা।

সার্বিক গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পে দারিদ্র সীমার নিচের ৮০জন ব্যক্তিকে গাই গরু, বলদ গরু, রিকসা ভ্যান, পাম্প সেট ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। এর জন্য আর্থিক সহায়তা করেছে ? এলাহাবাদ ব্যাংক (বেলডাঙা শাখা)।

এই পঞ্চায়েত এলাকায় বিভিন্ন লোকের নিবেদনঃ সঠিক ও সময় মত জল না পাওয়ায় কৃষির দিক থেকে বিশেষ ক্ষতি হচ্ছে। জনসাধারণের দাবি–আইস ঘাটি বিল, এবং মাড়ড়া মরা বিল–এই দুইটির মাটি কেটে গভীরতা বাড়ালে মাড়ড়া, বিশোর পুকুর, মাধুর পুকুর, মক্রামপুর, বেনদহ প্রভৃতি গ্রাম বিশেষ উপকৃত হবে। এছাড়া দলুয়া গ্রামে একটি ডাকঘরের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

যুববর্ষে জগৎবল্লভপুর পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে বিজ্ঞান আলোচনা

আন্তর্জাতিক যুববর্ষে যুবসমাজের সার্বিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে জগৎবল্লভপুর পঞ্চায়েত সমিতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

গত আগস্ট মাসে 'আমরা ও সমুদ্র' এই বিষয়ে প্রতিযোগিতামূলক একটি আলোচনাচক্রে এলাকার বহু যুবক-যুবতী অত্যন্ত আগ্রহের সাথে অংশ নেন।' আলোচনাচক্রের আগে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং সহসভাপতি বিষয়টি সম্পর্কে প্রাথমিক বক্তব্য রাখেন।

এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারিনী ছাত্রী কুমারী হেমশ্রী মল্লিক পরবর্তী পর্যায়ে হাওড়া জেলা স্কুলে অনুষ্ঠিত আলোচনা চক্রে দ্বিতীয় স্থানের গৌরব অর্জন করে।

ঐ আলোচনাচক্র ছাড়াও জেলা খেলাধুলা বিষয়ক সংস্থার উদ্যোগে গত এপ্রিল মাস থেকে যে অনুষ্ঠানসূচির আয়োজন করা হয়েছিল তা অক্টোবরে পূজোর ছুটির পর শেষ হয়। এই কাউন্সিলের অধীনে যুবক-যুবতীদের কতকগুলি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্হা করা হয়। এ ব্যাপারে সাঁতার এবং অ্যাথলেটিকস্-এ তফসিলী উপজাতি সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীদের কোচিং দেওয়া হয়। আবার পূজার ছুটির অন্যসব সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীদের সাঁতারে কোচিং দেওয়া হয়। ছাত্রছাত্রীরা যথেস্ট দক্ষতার সংগে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে।

এছাড়া, 'নিজের এলাকাকে চিনুন'–এপর্যায়ের কর্মসূচিতে যুবকদের মধ্যে খেলার বল বিতরণ করা হয়।

ক্রীড়া জগৎ

শীতলখুচী পঞ্চায়েত সমিতি চ্যালেঞ্জ কাপ নক-আউট ফুটবল রানিং টুর্ণামেন্ট

গত ৫ নভেম্বর শীতলখুচী পঞ্চায়েত সমিতির মাঠে উদয়ন সংঘের পরিচালনায় শীতলখুচী পঞ্চায়েত সমিতি চ্যালেঞ্জ কাপ নক-আউট ফুটবল রানিং টুর্ণামেন্ট-এর চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হল বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে। এই চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় অংশগ্রহণ করে নর্থ বেংগল স্টেট ট্র্যান্সপোর্ট এবং ফালাকাটা এস এস বি।

ব্যান্ডপার্টি সহকারে প্রথমে মাঠ পরিভ্রমণ করে উপস্থিত দর্শকদের চ্যালেঞ্জ শীল্ড ও রাণার্স কাপ প্রদর্শিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন স্হনীয় মহকুমা শাসক, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন স্হানীয় বিধায়ক শ্রী সুধীর প্রামাণিক এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উদয়ন সংঘের সভাপতি মহম্মদ আইনুদ্দিন মিঞা। এ ছাড়া উপস্হিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রী বিশ্বনাথ রায় বসুনীয়, শীতলখুচী সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, মাথাভাঙগা মহকুমা তথ্য আধিকারিক এবং সহ-নিবন্ধকার শ্রী অর্ধেন্দু গোস্বামী।

ফালাকাটা এস এস বি ট্রাইব্রেকারে ২-০ গোলে এগিয়ে থাকায় তাদেরই বিজয়ী দল হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

বিশেষ অতিথির ভাষণে স্হানীয় বিধায়ক শ্রী প্রামাণিক বলেন যে শীতলখুচী অঞ্চলের মানুষের ক্রীড়ানুরাগী হিসাবে পরিচয় আছে। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরেও যে খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাতেও সাধারণ মানুষের আগ্রহ ও উদ্দীপনার প্রকাশ ঘটেছে। পশ্চিমবংগে অধিষ্ঠিত বামফ্রন্ট সরকার খেলাধূলার বিস্তারকে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে দেবার যে উদ্যোগ নিয়েছেন তারই ফলশ্রুতি এই অনুষ্ঠানের আয়োজন বলে তিনি বর্ণনা করেন।

এরপর মহকুমা শাসক শ্রী নন্দী বিজয়ী দলের হাতে চ্যালেঞ্জ কাপ তুলে দেন। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের খেলায় পুরস্কার প্রাপকদের হাতে তুলে দেন স্হানীয় বিধায়ক শ্রী প্রামাণিক।

গড়বেতার ফুটবল খেলা

গড়বেতায় বিভিন্ন স্হানে ফুটবল খেলা মহা উৎসাহে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নোহারীতে সম্প্রতি একদিনের ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। গোয়ালতোড়ে সনকা শীল্ডের খেলা হয়েছে;–সম্পন্ন হয়েছে নিউ রেড স্টার ক্লাবের স্মৃতি ফুটবল প্রতিযোগিতা। গত ৩ নভেম্বর গড়বেতা হাইস্কুল মাঠে ফাইন্যাল খেলাটি অনুষ্ঠিত হল। ধরাবেড়িয়া মহামায়া ক্লাবের পরিচালনায় (পাঁচফুটের নিচে) একদিনের ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। ফাইন্যালে ধানছড়া ক্লাব গড়ভগা ইয়ুথ ক্লাবকে পরাজিত করে বিজয়ীর সম্মান লাভ করেন। ৩০ অক্টোবর তারিখে কাশীডাঙগা সবুজ সংঘের পরিচালনায় একদিনের ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। গড়ভগা ক্লাব ধপারডিহি হাঁড়িয়ার গাত্ততাকে পরাজিত করে বিজয়ীর আসন অধিকার করে। ধরাবেড়িয়া ইয়ংম্যানস্ স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় শুভেন্দু মন্ডল স্মৃতি প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে।

ভারতীয় মহিলা এ্যাথলেটিক্স এর তৃতীয় স্টার

গড়বেতা উমাদেবী বালিকা বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী শ্রীমতী তপতী আচ রাঁচীতে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় রুর‍্যাল স্পোর্টস-এ পশ্চিমবংগ দীর্ঘ লম্ফে তৃতীয় স্হান অধিকার করেছে।

ভারতবর্ষব্যাপী ১০ থেকে ১২ বছরের ছেলে-মেয়েদের ক্রীড়ানুষ্ঠানে মেদিনীপুর জেলার দীর্ঘলম্ফে প্রথম ও ২০০ মিটারে দ্বিতীয় হয়েছে আমরা নবীন ক্লাবের শ্রীমতী রিংকু মান্ডি। ৬ নভেম্বর রিংকুসহ আরও চারটি ছেলেমেয়ে মেদিনীপুর জেলা থেকে কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে রাজ্য প্রতিযোগিতায় এ্যাথলেটিক্সে অংশ নিয়েছে

কানাইলাল দত্ত স্মারক চ্যালেঞ্জ শীল্ড

সম্প্রতি সবুজমেলা আয়োজিত ৪র্থ বর্ষ কানাইলাল দত্ত স্মারক চ্যালেঞ্জ শীল্ডের খেলায় নবারুণ সংঘ/রূপনারায়ণপুর সবুজমেলা দলকে (৭-০) গোলে হারিয়ে উক্ত শীল্ড লাভ করে। সবুজমেলা হীরালাল দত্ত রানার্স আপ কাপ পায়। এই টুর্ণামেন্টে তৃতীয় স্হানাধিকারী দল হিসাবে লাভ করে জ্যোতির্ময়ী দেবী চ্যালেঞ্জ কাপ।



মঞ্জুষা

তন্তুজ



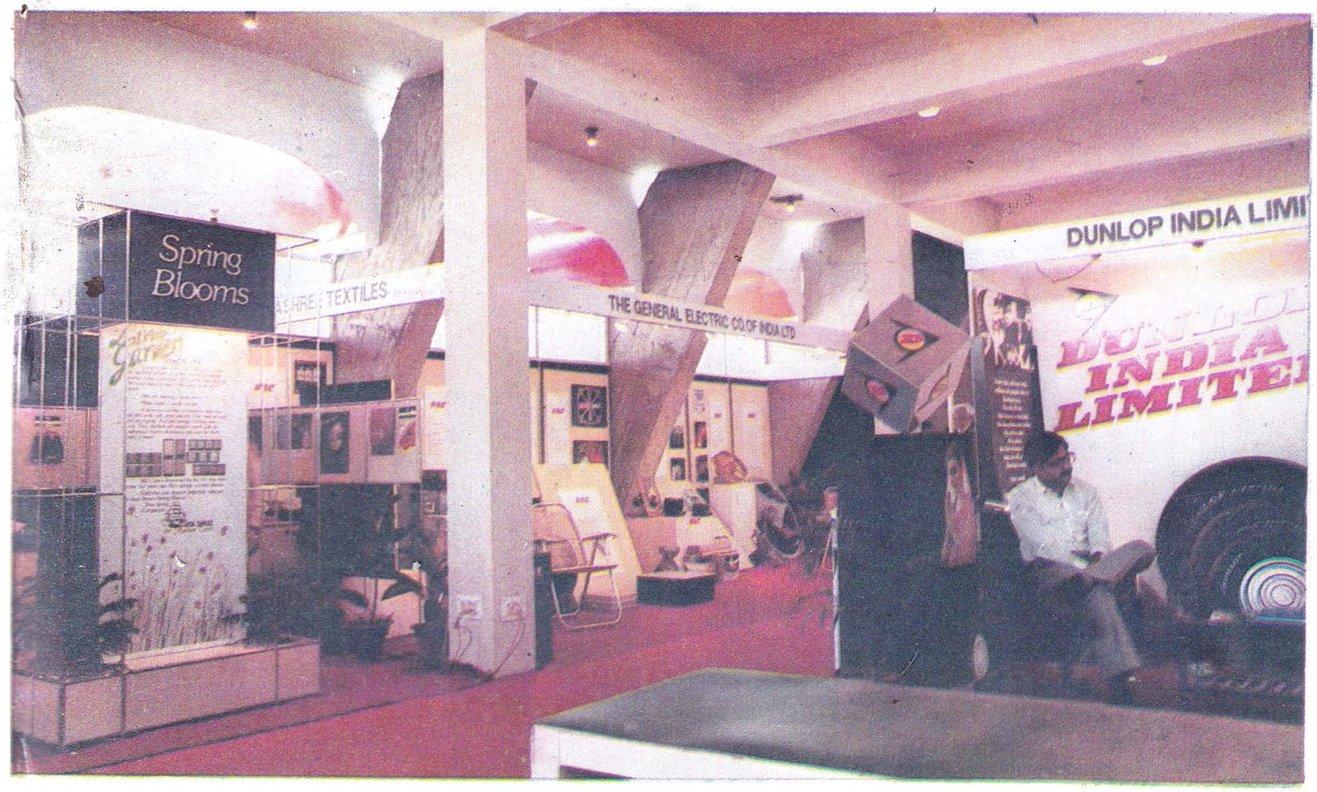
নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা '৮৫তে



গত ১৫ থেকে ২৭ নভেম্বর নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা '৮৫তে স্থাপত্য ও শিল্প সুষমামন্ডিত পশ্চিমবঙ্গ মন্ডপটি বিদগ্ধজন ও আন্তর্জাতিক শিল্পবাণিজ্য প্রতিনিধিদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে শিল্প ও বাণিজ্য, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং পূর্ত ও আবাসন বিভাগ তিনটির সহযোগিতায় আয়োজিত এই মন্ডপটির পরিকল্পনা করেছেন প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীরণেন অয়ন দত্ত।

পশ্চিমবঙ্গ মন্ডপের বহির্দৃশ্য (রাত্রিকালীন আলোকচিত্র)







মণ্ডপে প্রবেশ পথের অভ্যান্তর-অংশ

পশ্চিমবঙ্গ মণ্ডপে ক্ষুদ্রশিল্পসম্ভার



গ্রামীণ সংবাদ

তমলুক শহরে ৩২তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপন

তমলুক ঘাটাল কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের পরিচালনায় তমলুক শহরে ১৪-২০ নভেম্বর ১৯৮৫ সালের সমবায় মেলা শুরু হয়েছে। ১৪ নভেম্বর এই মেলার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় মন্ত্রী শ্রীনীহার বসু। ঐ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান তমলুক চিরন্তনীর শিল্পী গোষ্ঠীর উদ্বোধনী সংগীত ও গীতি আলেখ্য জয়তু সমবায়-এর মাধ্যমে শুরু হয়। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী সভাপতি মেদিনীপুর হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি। প্রধান অতিথি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য মন্ত্রী শ্রীকিরণময় নন্দ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, মহকুমা শাসক তমলুক, শ্রীঅমিয়কুমার জানা (চেয়ারম্যান তমলুক পৌরসভা) ও আরও অনেকে।

১৪ নভেম্বর বিকাল ২টায় তমলুক পুরানো হাসপাতাল প্রাঙ্গণে বিশাল জনসমুদ্রের মধ্যে সমবায় মেলা ১৯৮৫ শুরু হয়। প্রতিদিন বিকাল ২টায় মহেন্দ্রস্মৃতি সদনে একটি করে আলোচনাচক্র ও সন্ধ্যা ৫টায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ১৪ তারিখ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত সপ্তাহ কাল ব্যাপী এই মেলা খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠে। ঐ মেলায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও বিভিন্ন ব্যাবসায়ী প্রতিষ্ঠান স্টল দেন। তারমধ্যে কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বল্প সঞ্চয় সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য চারু ও কারুশিল্প সমবায় সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য বিভাগ, মেদিনীপুর জেলা হোলসেল কনজিউমার্স সোসাইটি, তমলুকের স্বাধীনতার ইতিহাস, তমলুক কো-অপারেটিভ ল্যান্ড ডেভেলোপমেন্ট ব্যাংক, তমলুক ঘাটাল সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক, সমবায়িকা, সমবায় বিপণি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ ইত্যাদি।

প্রতিদিন বিকাল ২টা আগে থেকেই প্রতিটি স্টলের সামনে জনসাধারণের উপচে ওঠা ভিড় লক্ষ্য করা যায়। ২টায় স্টল খুললেই তারা বিভিন্ন স্টলের সামনে দেখা ও কেনাকাটার ভিড় করে। সবচেয়ে বেশি ভিড় লক্ষ্য করা যায় ১৯. ১০. ৮৫ তারিখ রবিবার অর্থাৎ ছুটির দিন।

ঐ সমবায় মেলায় স্থানীয় জনসাধারণের বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

সুসবংবদ্ধ জনসংযোগ অভিযান

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে সুসংবদ্ধ জনসংযোগ অভিযানে "গ্রাম উন্নয়নে পঞ্চায়েতের ভূমিকা" নিয়ে আলোচনাচক্র পোস্টার প্রদর্শনী ও ছায়াছবির অনুষ্ঠান গত ২০ নভেম্বর এনায়েতপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। জেলা তথ্য আধিকারিক তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামের মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। সরকারের বিভিন্ন দারিদ্র্য দুরীকরণ কর্মসূচি যথা সুসংহত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প প্রভৃতি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে হচ্ছে। এনায়েতপুর হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রীমহম্মদ রহমতুল্লা বলেন যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা মহাত্মা গান্ধীও রবীন্দ্রনাথের চিন্তার ফসল। বামফ্রন্ট সরকার গ্রাম স্বরাজ এর বাস্তব প্রয়োগ করেছেন। এনায়েত পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যা শ্রীমতী বন্দনা মজুমদার গ্রাম বাংলার বিশেষ করে বিদ্যুৎ ও সেচের সমস্যার কথা আলোচনায় তুলে ধরেন। শিক্ষক শ্রীসেখ আখতার হোসেন বলেন যে মালদা জেলার গ্রামের বিভিন্ন উন্নয়নে পঞ্চায়েতের কার্যের পর্যালোচনা এবং সেই সাথে পঞ্চায়েতকে তাঁদের কাজের খাতিয়ানগুলিকে মাঝে মাঝে জন সাধারণের সামনে পেশ করার আবেদন রাখেন।

সভাপতির ভাষণে এনায়েত পুর অঞ্চল প্রধান শ্রীসেখ বদরে আলম বলেন যে পঞ্চায়েতই গ্রাম উন্নয়নের মূল সোপান এবং বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজে জনসাধারণের সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য আবেদন রাখেন।

"জন কল্যাণে বামফ্রন্ট সরকার" প্রদর্শনীতে প্রচুর ভীড় বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের দেখা যায়।

সন্ধ্যায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক তথ্যপূর্ণ ছায়াছবি প্রদর্শিত হয়। ছায়া ছবি প্রদর্শনীতে প্রায় চার হাজার লোকের সমাবেশ হয়।

স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

গত ৭. ১১. ৮৫ তারিখে ভলানটারী ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি মেদিনীপুরের সহযোগিতায় সকাল ১০ টায় সি, আই, টি, ইউ এবং ডি, ওয়াই, এফ, আই-এর উদ্যোগে পাঁশকুড়া ইরিগেশন বাংলোতে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৫০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। ঐ রক্তদান শিবিরে প্রথমে রক্ত দেন শ্রী নকুল চাউল্যা, সভাপতি পঞ্চায়েত সমিতি পাঁশকুড়া।

উক্ত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তপশীল ও উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডঃ শম্ভু মান্ডি। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফৈয়জ আলী, প্রধান অতিথি ছিলেন শিবরাম বসু সহ-সভাপতি সিটু, মেদিনীপুর ও বিশেষ অতিথি ছিলেন শ্রী নকুল চাউল্যা সভাপতি পঞ্চায়েত সমিতি পাঁশকুড়া।

মন্ত্রী শ্রী মান্ডি আমাদের দেশের যুবসমাজ স্বেচ্ছায় রক্তদান করার জন্য যে এগিয়ে এসেছেন সে জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু যুব-সংস্থা অর্থের জন্য তাঁদের রক্ত বিক্রি করেছেন এবং তাঁদের ঐ অর্থে দুর্ভিক্ষ মহামারী, বন্যা, খরা মোকাবিলা ও দেশের উন্নয়ন করছেন। অপরদিকে সেই রক্ত দিয়ে মুমূর্ষ রোগীর সেবা হচ্ছে। এটা খুবই প্রশংসনীয়।

এরপর বক্তব্য রাখেন শ্রীশিবরাম বসু। শ্রী বসু তাঁর বক্তব্যে বলেন, এখন কিছু কিছু পত্রপত্রিকা আমাদের যুব সমাজকে নিয়ে অনেক বিরূপ মন্তব্য করেন তারা বিপথে চলছে। কিন্তু যুব সমাজের আজ যে ভূমিকা দেখলাম তাতে তারা প্রসংশার দাবী রাখে। যুব-সমাজ যদি এইভাবে এগিয়ে আসে তবে রক্তের সমস্যা নয় সব সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে। স্বাধীনতার যুগে নভেম্বর বিপ্লবের ঐতিহ্য আছে, তাই স্থানীয় যুবকরা এই দিনটি বেছে নিয়ে ভালই করেছেন।

বিশেষ অতিথি ও অন্যান্য অনেকে বক্তব্য রাখেন। এই অনুষ্ঠানে জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ দেখা যায়।

চক্ষুদান শিবির

গত ১০ নভেম্বর ১৯৮৫ কালীপূজা উপলক্ষে বৌবাজার ইউনাইটেড ক্লাবের উদ্যোগে ২জন মহিলা সদস্যা সহ ৫৫ জন একে একে চক্ষুদান করতে এগিয়ে আসেন। ক্লাবের এই কল্যাণকর প্রচেষ্টা সকলের প্রশংসা পায়। এছাড়া প্রায় ২ হাজার দরিদ্র লোকের খাওটার ব্যবস্থা করা হয় ক্লাবের তরফ থেকে।

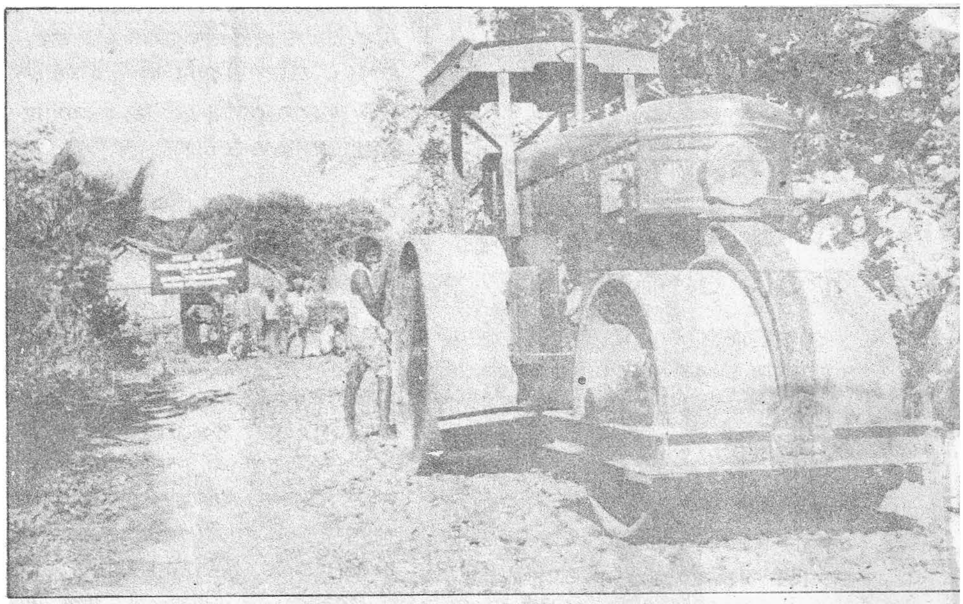
আর.এল.ই.জি প্রকল্পে স্বরূপগঞ্জ–ভালুকা রাস্তা নির্মাণ

নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত স্বরূপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ভালুকা পর্যন্ত ৮ কিঃ মিঃ রাস্তা উন্নয়নের কাজ এগিয়ে চলেছে। গ্রামীন ভূমিহীনদের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিতকারী প্রকল্পের (আর.এল.ই.জি.পি) মাধ্যমে প্রকল্প রূপায়ণে মোট খরচ ধরা হয়েছে ১৭ লাখ ৭৬ হাজার টাকা। এ কাজের জন্য ১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বছরে ২ লাখ ৮৫ হাজার ৮৩ টাকা ৩৩ পয়সা এবং ৩০৩.৭০ কুইন্টাল খাদ্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বছরে নগদে একই পরিমাণ অর্থ এবং ১৪০ কুইন্টাল খাদ্য পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বছরে ২০০ কুইন্টাল খাদ্য পাওয়া যাচ্ছে। মোট বরাদ্দের পরিমাণ হচ্ছে নগদ ৫ লাখ ৭০ হাজার ১৬৬ টাকা ৬৬ পয়সা এবং খাদ্য হিসাবে ৬৪৩.৭০ কুইন্টাল। ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বছরে মোট খরচ হয়েছে ২ লাখ ৭১ হাজার ১৮৫ টাকা ৭৪ পয়সা এবং ২১২.৩৫ কুইন্টাল খাদ্য। ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বছরে অক্টোবর পর্যন্ত মোট খরচ হয়েছে ৪ লাখ ৯৬ হাজার ৭৭৩ টাকা ৮৭ পয়সা এবং ৫১৯.৭৩ কুইন্টাল খাদ্য।

এই রাস্তার আওতায় পড়ছে গাদিগাছা, মাজদিয়া, ব্রহ্মনগর, শিমূলগাছি, পানশিলা ও জুয়ানিয়া-ভালুকা মৌজ সকল। রাস্তার মাটির কাজে রোড রোলার ব্যবহার করা হয়েছে। ঝামা টুকরো করে রাস্তায় ব্যবহার করা হচ্ছে। আর হিউম পাইপ সহ কালভার্ট ইত্যাদির কাজ চলেছে।

১৯৮৪-৮৫ সালে মোট ২১,০৫১ টি শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছিল। আর ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বছরে এ পর্যন্ত সৃষ্ট শ্রমদিবসের সংখ্যা ১০৩৪৬। এর মধ্যে ১৯৮৪-৮৫ সালে তফসিলী সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ২৭২৯ শ্রমদিবস আদিবাসীদের ক্ষেত্রে ১২৬৯টি শ্রমদিবস এবং অন্যান্যের ক্ষেত্রে ১৭১৫০টি শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৮৫-৮৬ সালে এ পর্যন্ত অফসিলী সম্প্রদায়ভুক্তদের ক্ষেত্রে ১১৩৮টি শ্রমদিবস, আদিবাসীদের ক্ষেত্রে ৮২১টি শ্রম দিবস এবং অন্যান্যের ক্ষেত্রে ৮২৮৭ টি শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়েছিল।

১৯৮৪-৮৫ সালে রাস্তার কাজের অগ্রগতি হয়েছি ২ কিঃ মিঃ। আর ১৯৮৫-৮৬ সালে এ পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি হয়েছে ২ কিঃ মিঃ। নবদ্বীপ ব্লকের এ রাস্তাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাস্তার কাজ সম্পন্ন হলে স্বরূপগঞ্জ, মাজদিয়া–পানশিলা ও জুয়ানিয়া ভালুকা এই তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিবাসীদের উপকার হবে। যান চলাচলের গতি সাবলীল হয়ে উঠবে। এর আওতায় পড়বে কৃষি উন্নত ৬টি মৌজা। ফলে এলাকার কৃষকগণ তাঁদের উৎপন্ন কৃষিজাত পন্যাদির বাজারে নেওয়ার সুযোগ বাড়বে। সমগ্র প্রকল্পটি নদিয়া জেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় হচ্ছে।



গ্রামীন ভূমিহীনদের শ্রমে নির্মীয়মাণ স্বরূপগঞ্জ-ভালুকা রাস্তায় রোড-রোলার ব্যবহার। নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় এই রাস্তার ৬টি মৌজার সড়ক-যোগাযোগ উন্নীত হবে।

শিবপুরে সুসংবদ্ধ জনসংযোগ অভিযান

গত ৭ নভেম্বর '৮৫ শিবপুর এদ্রাক হোসেন মিলন সমিতির ব্যবস্থাপনায় এবং মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের সৌজন্যে একটি সুসংবদ্ধ জনসংযোগ অভিযান চালান হয়।

সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় এদ্রাক হোসেন মিলন সমিতির নবনির্মিত গৃহটির উদ্বোধন করেন মাথাভাঙ্গা মহকুমার তথ্য অধিকারিক। নবনির্মিত গৃহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শ্রী মনোরঞ্জন রায় জানান যে, কোচবিহার জেলা পরিষদের আর্থিক সহায়তায় এই ক্লাবের ঘরটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। শিবপুর এদ্রাক হোসেন মিলন সমিতি এই নামটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য নজির বলে উল্লেখ করেন। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন যে, ক্লাবের তরুণ সদস্যরা শুধুমাত্র বিনোদনের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ না রেখে সমাজ কল্যাণমূলক কর্মসূচি হাতে নিয়ে গ্রামের মানুষের সংগে তাঁদের একাত্মতার প্রমাণ রাখবেন।

"আমরা ভারতের সন্তান/কৃষক-শ্রমিক-কামার-কুমার-হিন্দু-মুসলমান" এই উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে ক্লাব সংলগ্ন মাঠে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী জামালুদ্দীন আহাম্মদ, জলি সাহা, ডলি সাহা, কবি সাহা এবং তবলায় শিবাজী কাঞ্জীলাল এবং দোতারায় আবুল হোসেন।

পানাগুড়ী পপুলার নাট্যসংঘের শিল্পীরা ভাওয়াইয়া, আধুনিক, রবীন্দ্রসংগীত এবং নজরুলগীতি পরিবেশন করেন। সাঁওতালি নৃত্য পরিবেশিত হয় শ্রী রতন সূত্রধরের পরিচালনায়। হাস্যকৌতুক পরিবেশন করেন শ্রী ভবেশ চন্দ্র বাগচী এবং অমল রায়।

আলোচনা সভায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ভূমিকা, গ্রামোন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও পঞ্চায়েতের ভূমিকার কথাও মহকুমা তথ্য আধিকারিক তুলে ধরেন। সভাপতি শ্রী ইসাবুদ্দিন আহাম্মদ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরকে ধন্যবাদ জানান। তিনি জানান, এই ধরনের অনুষ্ঠান সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশের সহায়ক হবে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যরাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভার পরে ক্লাবের সদস্যরা "গরিব কেন কাঁদে" নাটকটি মঞ্চস্থ করে দর্শকদের প্রশংসা লাভ করেন।

সবশেষে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পক্ষ

থেকে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। প্রায় ১৫০০-১৬০০ দর্শক রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত ধৈর্য ধরে এই অনুষ্ঠানটি প্রত্যক্ষ করেন।

"জনকল্যাণে বামফ্রন্ট সরকার" শীর্ষক পোস্টার প্রদর্শনীতে প্রচুর জনসমাগম হয়।

স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়ি এই অনুষ্ঠানটিকে সার্থক করে তোলায় বিশেষভাবে সহযোগিতা করে। শিবপুর একটি প্রত্যন্ত অঞ্চল। সেখানে এই ধরণের সুসংবদ্ধ জনসংযোগ অভিযান স্থানীয় মানুষের মনে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে।

মালদার এনায়েতপুর গ্রামে সুসংবদ্ধ জনসংযোগ অভিযান

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে সুসংবদ্ধ জনসংযোগ অভিযান "গ্রাম-পঞ্চায়েতের ভূমিকা" নিয়ে আলোচনাচক্র, পোস্টার প্রদর্শনী ও ছায়াছবির অনুষ্ঠান গত ২০ নভেম্বর এনায়েতপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। জেলা তথ্য আধিকারিক শ্রী প্রশান্ত ধর তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাম-মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধন হয়েছে। সরকারের বিভিন্ন দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্ম্মসূচি যথা সুসংহত পল্লী-উন্নয়ন কর্মসূচি, জাতীয় গ্রামীন কর্মসংস্থান প্রকল্প প্রভৃতি প্রকল্প পঞ্চায়েতের মাধ্যমে হচ্ছে। এনায়েতপুর হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রী মহম্মদ রহমতুল্লা বলেন যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের ফসল। বামফ্রন্ট সরকার গ্রামস্বরাজ এর বাস্তব প্রয়োগ করেছেন। এনায়েতপুর গ্রাম-পঞ্চায়েতের সদস্যা শ্রীমতী বন্দনা মজুমদার গ্রাম বাংলার বিশেষ করে বিদ্যুৎ ও সেচের সমস্যায় আলোচনায় তুলে ধরেন। প্রধান অতিথির ভাষণে মানিকচক দিয়ারা হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রী শেখ আখতার হোসেন বলেন যে মালদা জেলার গ্রামের বিভিন্ন উন্নয়নে পঞ্চায়েতের কাজের পর্যালোচনা এবং সেইসাথে পঞ্চায়েতকে তাঁদের কাজের খতিয়ানগুলিকে মাঝে মাঝে জনসাধারণের সামনে পেশ করার আবেদন রাখেন।

সভাপতির ভাষণে এনায়েতপুর অঞ্চলপ্রধান শ্রী শেখ আলম বলেন যে পঞ্চায়েতই গ্রাম উন্নয়নের মূল সোপান এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য আবেদন রাখেন।

"জনকল্যাণে বামফ্রন্ট সরকার" প্রদর্শনীতে প্রচুর ভীড় হয়, বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের দেখা যায়।

নারীসমাজ

সংগ্রামী চেতনায় নারী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে

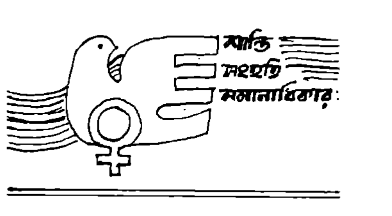
সাম্প্রতিক কালে নাইরোবিতে আন্তর্জাতিক নারীদশকের সমাপ্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই কোন এক সময় না কোন এক সময় নারীরা অবহেলিত হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো ছাড়া মেয়েরা কখনই পুরুষের সমান মর্যাদা পায়না। আর তাই পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকারের দাবি অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নে স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ পালনের সাড়া পড়েছে। নারীদের বিরুদ্ধে সমস্ত রকমের বৈষম্য দূর করার ব্যাপারে জাতিসংঘ সম্মেলনে দাবি উঠেছে।

মনে রাখা দরকার, বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গেই নারীমুক্তি জড়িত। এ 'প্রসঙ্গে' সংসদ সদস্য শ্রীমতী কনক মুখোপাধ্যায় তাঁর এক ভাষণে মহিলা সমাজের নিকট আবেদন জানিয়ে বলেন, সংগ্রামী ঐতিহ্যের পথ বেয়েই মেয়েদের একত্রিত হতে হবে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীরা শত রকমের নিষেধকে পেরিয়ে প্রগতিবাদী সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনে সারা ভারতকে আলোকিত করেছিলেন। পরবর্তীকালে কংগ্রেসও নারীর সমানাধিকারকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। তেলেঙ্গনার আন্দোলনে মহিলাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ঐতিহ্য রয়েছে। এই ঐতিহ্য অনুসরণ করেই সারা ভারতে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আশু দাবির পাশাপাশি বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য দেশের পিছিয়ে পড়া নারীসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ করতে হবে।

নারীমুক্তি আন্দোলন, অধিকার ও মর্যাদা প্রসঙ্গে সংসদ সদস্য শ্রীমতী গীতা মুখার্জি বলেন, বিশ্বের শ্রমিক নারীরাই নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রকৃত পথিকৃৎ। কল-কারখানায় কর্মরত নারী শ্রমিকরা অর্থোপার্জন করলেও তাঁদের ওপর কঠোর নির্যাতন এবং শোষণ চালানো হয়েছে। শ্রমজীবী মেয়েরাই তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন, নারীর অধিকার ও দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলন করেছেন। ১৮৭১ সালে প্যারী বিপ্লবের সময় সর্বস্তরের শ্রমজীবী মহিলারা সংঘবদ্ধভাবে রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন এবং মৃত্যুবরণও করেছিলেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্লারা জেটকিন নারী পুরুষের সমানাধিকার দাবি করে বক্তব্য রাখেন আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে দশ ঘন্টার কাজ ও উপযুক্ত বেতনের দাবিতে নিউ ইয়র্কের দর্জি মেয়েরা শ্রমিক মহিলাদের ভোটাধিকার দাবি করে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ১৯০৭ সালে জার্মানীতে প্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ডেনমার্কের কোপেনহেগেন শহরে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে। বিশ্বের মহিলারা বহু আন্দোলন করে বিভিন্ন সময়ে ভোটাধিকার অর্জন করেছেন। ১৯০৮ সালের নিউইয়র্কের দর্জি মেয়েদের ভোটাধিকার আন্দোলনকে স্মরণ করে ৮ মার্চ তারিখটি প্রতি বৎসর আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে শ্রমজীবী মেয়েদের দ্বারা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পালিত হয়ে থাকে। রাশিয়ার জারের বিরুদ্ধে, কখনও ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে, কখনও রুটির দাবিতে, কখনও সমান অধিকারের দাবিতে এই দিনটিতে শ্রমজীবী নারীরা আন্দোলন করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক চিন্তা চেতনা সম্পন্ন নারী সমাজও সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্ধকারময় দিনগুলো অতিক্রম করেছেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে পুরুষের সঙ্গে একই তালে পা ফেলে নারীসমাজ সংগ্রামের সামিল হয়েছেন।

সুতরাং সেই ঐতিহ্যের পথ বেয়েই মহিলাদের সংগ্রামী চেতনায় একত্রিত হয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৈষম্যের বিরুদ্ধে, অবিচার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ময়দানে এসে দাঁড়াবার অঙ্গীকার গ্রহণ করতে হবে।



ভূপাল দিবস পালন

গত বছর ভূপাল শহরে ইউনিয়ন কারবাইডের কারখানা থেকে মিক গ্যাস লিক করে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা সৃষ্টি করে। যার শিকার হন কারখানা সংলগ্ন শহরের ঘনবসতিপূর্ণ অসংখ্য নিম্নবিত্ত মানুষেরা। ফলে ২ ডিসেম্বরের মধ্যরাতে বহুজাতিক কোম্পানীর মুনাফা লিপ্সার শিকার হয়ে প্রাণ দিতে বাধ্য হন বহু নাগরিক। তার ফল হিসেবে বহু মানুষ এখনও তাদের দেহে বহন করে চলেছেন ভয়াবহ বিষক্রিয়ার প্রভাব। পৃথিবীর আলো দেখার আগেই অনেক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এই বৃহত্তম রসায়নিক হত্যাকান্ড তাই ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে এক কলঙ্কিত অধ্যায়।

৩ ডিসেম্বর সারা দেশজুড়ে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষের মাটিতে আর যাতে ভূপালের ন্যায় দুর্ঘটনার পুররাবৃত্তি না ঘটে সেজন্য সভা সমাবেশ ও প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। কলকাতার শিয়ালদহ স্টেশনে ভূপাল কমিটি-র পক্ষ থেকে ডাক্তার, আইনজীবি, সাংবাদিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিভিন্ন অংশের মানুষ নিয়ে এক পথ সভার আয়োজন করা হয়। সভার সভাপতিত্ব করেন শ্রীবিশ্বজিৎ দত্তগুপ্ত।

অধিকাংশ বক্তারাই অভিযোগ করেন ভূপাল দুর্ঘটনার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার তাদের দায়িত্ব পালনে যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। বরং বহুজাতিক সংস্থা ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীপূঁজির পক্ষে নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করে জাতীয় কর্তব্য উপেক্ষা করেছেন। বক্তারা ক্ষোভের সঙ্গে উল্লেখ করেন আমাদের দেশের মানুষকে খুন করে-যদি কোন বিদেশী শক্তি পরীক্ষা নিরিক্ষন চালাতে চায় তা কখনই মেনে নেওয়া যায় না। তাই ভূপাল কমিটির পক্ষ থেকে জনগণকে এ ব্যাপারে সচেতন-প্রতিবাদ ও ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে যথার্থ ঘৃণা প্রকাশের আহ্বান জানানো হয়। ক্ষতিগ্রস্তদের সুষ্ঠু চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও ক্ষতিপুরণের দাবিও বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়। ভারত কিংবা পৃথিবীর অন্যকোনো দেশে দ্বিতীয় ভূপাল আর হতে না দেবার শপথও ঐ সমাবেশ থেকে নেওয়া হয়। ভূপাল কমিটির ডাকে এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন-ডাঃ গৌরিপদ দত্ত, ডাঃ রাধারমণ দাস, ডাঃ রমেন কুন্ডু, ডাঃ শম্ভু মৈত্র, ডাঃ কুন্তল বিশ্বাস, শ্রীবিভূদান মিত্র, ডাঃ ইন্দ্রজিৎ রায়, ডাঃ সুখময় ভট্টাচার্য, আইনজীবী কল্যাণকুমার বন্ধু, ডাঃ গোপাল দাস ও সাংবাদিক মুক্তকেশ বিশ্বাস এবং আহ্বায়ক ডাঃ জ্ঞানব্রত শীল প্রমুখ। এছাড়া স্টুডেন্টস হেলথ্ হোম এবং ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনও পৃথক পৃথক অনুষ্ঠান ও সমাবেশের মাধ্যমে ভূপাল দিবস পালন করেন। তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকারের বৈজ্ঞানতিক দৃষ্টি ভঙ্গি ও নীতি না থাকা জন্য তীব্র সমালোচনা করেন এবং বহুজাতিক সংস্থা ও বিদেশী পুঁজী জাতীয় জীবনে যে ধ্বংসাত্বতন্ত্রক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে তা বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।



আর ভূপালের পুনরাবৃত্তি নয়

কোচবিহারে সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপন

১৪ থেকে ২০ নভেম্বর ৩২ তম নিখিলভারত সমবায় সপ্তাহ কোচবিহার জেলার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়েছে। গত ১৫ নভেম্বর দিনহাটা নাবিনা সমবায় কৃষি ইউনিয়ন সমিতির দপ্তর প্রাঙ্গনে এক অনুষ্ঠানে সভরপতিত্ব করেন ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান। অনুষ্ঠানে সমবায় আন্দোলনের সাথে যুক্ত বা সমবায়ের সদস্য বিভিন্ন বক্তা সপ্তাহপালনের তাৎপর্য এবং জেলার আন্দোলনের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

আলোচনায় উল্লেখ করা হয় যে, কৃষিসমবায়ের ক্ষেত্রে এই জেলা এখনো অনেক পিছিয়ে। কৃষিপ্রধান এই জেলার গরিব কৃষক ও ভূমিহীনদের উন্নয়নে সমবায় কৃষি খামার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মাথাভাঙা ঃ ১৬ নভেম্বর এই উপলক্ষে মাথাভাঙার আশুতোষ হলে এক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহকুমা শাসক। ডাঃ অশোককুমার হাইত ছিলেন প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা তথ্য আধিকারিক।

অনুষ্ঠানে বক্তারা সমবায় আন্দোলনের সাফল্য ও ব্যর্থতা এবং কৃষিঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত সমস্যা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

তাঁরা উল্লেখ করেন, কায়েমীস্বার্থের কাজকর্মের ফলে আন্দোলন ব্যাহত হচ্ছে। এই আন্দোলনে নতুন কর্মী ও নেতৃত্ব প্রয়োজন। যোগাযোগ এবং কর্মসম্পাদনেও ঘাটতি রয়েছে।

কৃষি ঋণ পরিশোধ না করার ফলে পরবর্তী পর্যায়ে ঋণবন্টনে বিঘ্নের কথা এক দিকে যেমন উল্লিখিত হয় অন্যদিকে এটাও স্মরণ করেয়ি দেওয়া হয় যে, প্রতিবছরই প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বকেয়া ঋণ সংগ্রহে বিঘ্ন ঘটে।

আলোচনায় উত্থাপিত আর একটি সমস্যা হলো বিপণনের উপর উৎপাদক সমবায়ের হাত না যাবার ফলে উৎপন্ন পণ্যের যোগানে ঘাটতি ও মূল্যবৃদ্ধি।

অনেকে উল্লেখ করেন, আন্দোলন হিসেবে গড়ে না উঠে সরকারের পক্ষ থেকে চাপিয়ে দেওয়া হলে সমবায়ের বিকাশ ঘটেনা। সমবায় বিকাশের জন্য চাই গণউদ্দোগ।

অঞ্চলের বিভিন্ন কৃষিসমবায়ের প্রতিনিধিরা এই আলোচনায় অংশনেন।

সংস্কৃতি সংবাদ

আদিবাসী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

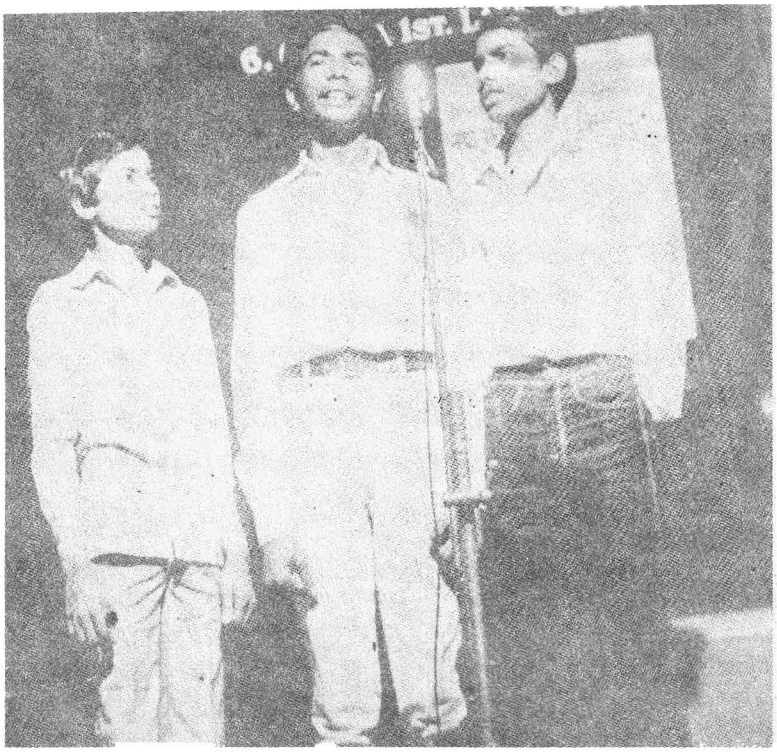
বালাপুর ঠাকুর সমিতির সহযোগিতায় পশ্চিমদিনাজপুর জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পরিচালনা ও পৃষ্ঠপোষকতায় গত ১৮ থেকে ২৫ নভেম্বর বালাপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাঠে আদিবাসী সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। কেন্দ্রীয় ক্ষেত্র প্রচারক বিভাগের রায়গঞ্জ শাখা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৮ নভেম্বর আদিবাসী সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নানসীকুজুর ও তাঁর দলের উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে শুরু হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বালুরঘাট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রী অতুল চক্রবর্তী। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঠাকুর সমিতির সভাপতি শ্রী পান্নালাল দাশগুপ্ত।

সভার শুরুতেই কেন্দ্রীয় ক্ষেত্র প্রচার দপ্তর রায়গঞ্জ শাখার ভারপ্রাপ্ত অফিসার উক্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের তাৎপর্য উপস্থিত সকলের নিকট ব্যাখ্যা করেন। উদ্বোধক শ্রী অতুল চক্রবর্তী ও প্রধান অতিথি শ্রী পান্নালাল দাশগুপ্ত সমবেত জনসাধারণ বিশেষ করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকেরা বেশি সংখ্যায় অনুষ্ঠানের অংশ গ্রহণ ও আলোচনা চক্রে উপস্থিত থাকার উপরে গুরুত্ব দেন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার আদিবাসীদের কল্যাণের জন্য যে সমস্ত বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে এবং যে কাজগুলি করে আসছেন তার বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যার জন্য তিনি বিভিন্ন দপ্তরের জেলার সরকারি অফিসারদের নিকট আবেদন রাখেন।

পশ্চিমদিনাজপুর জেলার সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের পক্ষ থেকে মাঠে প্রদর্শনী মন্ডপ খোলা হয়। প্রদর্শনী মন্ডপ উদ্বোধন করেন শ্রী অতুল চক্রবর্তী। মন্ডপগুলির মধ্যে পশ্চিমদিনাজপুর জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের "জনকল্যাণে বামফ্রন্ট সরকার" প্রদর্শণীটি জনগণের নিকট বিশেষভাবে আকর্ষনীয় ও প্রসংসিত হয়।

১৮ থেকে ২২ তারিখ পর্যন্ত আলোচনা-চক্রে জেলার সকল দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ও ব্লক পর্যায়ের অফিসার ও আদিবাসী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন। মদ্যপান বিষয়ক একটি বিতর্ক সভা হয়। প্রতিদিন জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে আদিবাসী নৃত্য সংস্থাগুলি বিভিন্ন পোশাকে ও বিভিন্ন অস্ত্র নিয়ে নৃত্য প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল তথ্যমূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শণী। সরকারের নানা উন্নয়নমূলক জনগণের মনে বিশেষ রেখা পাত করে।

অনুষ্ঠানের শেষের দিন ২২ নভেম্বর পুরস্কার বিতরণী সভায় আদিবাসী নৃত্যের দলগুলির মধ্য থেকে প্রথম স্থানাধিকারী দল সন্ধ্যা পুকুর ও দ্বিতীয় চৈঁতরাইল দল ও বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী ১ম, ২য় এবং ৩য় স্থানাধিকারী ব্যক্তিদের পুরস্কৃত করা হয়। সর্বশেষে পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতি সাংস্কৃতিক ও আলোচনা চক্রের সার্বিক সাফল্যের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



গড়চা হরিজন পৌরকর্মীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান   ছবি ঃ পৌরসভা

হরিজন বস্তিতে কলকাতা পৌরসংস্থার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

দক্ষিণ কলকাতার ৬ গরচা ফার্স্ট লেনে ২৫ নভেম্বর সোমবার কলকাতা পৌরসংস্থার তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের সভাপতির ভাষনে ডেপুটি মেয়র শ্রী মণি সান্যাল বলেন, কলকাতা পুরসভার তরফে এধরনের অনুষ্ঠান একেবারে অভিনব। কারণ কলকাতা পুরসভার অত্যাবশ্যকীয় কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত সমাজে অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া শ্রমিকদের অবসর বিনোদনের জন্য তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ জীবনধর্মী নাটক ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনের যে উদ্যোগ নিয়েছে তা ইতিপূর্বে নেওয়া হয়নি। এধরনের অনুষ্ঠান শুধুমাত্র বিনোদন নয়, চিন্তা ও চেতনার মানোন্নয়ন ঘটাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। সভায় উপস্থিত কাউন্সিলর শ্রী সলিল চ্যাটার্জি তাঁর হিন্দী ভাষনে আহ্বান জানান মানুষের ন্যায্য অধিকার ও সম্মান অর্জনের জন্য। এবং এ ধরনের অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করেন।

এদিন অনুষ্ঠানে হরিজন কল্যাণ সঙ্ঘের সদস্যাগন সংগীত পরিবেশন করেন ও কলকাতা পুরসভার প্রেস রিক্রিয়েশন ক্লাব হরিজনদের জীবনের মৌলিক সমস্যা নিয়ে রচিত "লাটাখাম্বা" নাটকটি সাফল্যের সাথে অভিনয় করেন। নাটকটি হরিজন বস্তিবাসীর মনে ব্যাপক সাড়া জাগায়।

শিলিগুড়ি লোকরঞ্জন শাখার পাঁচ বছর পূর্তি

গত ২২ ও ২৩ এপ্রিল ১৯৮৫ শিলিগুড়ি লোকরঞ্জন শাখা পাঁচ বছর পূর্তি উৎসব পালন করে। প্রথম দিনে "বাংলা নাটকে গণ অন্দোলনের প্রভাব" শীর্ষক আলোচনাচক্রে বক্তা ছিলেন ডঃ পুলিন দাস, ডঃ অশোক সরকার এবং শ্রীসঞ্জীবন দত্তরায়। ডঃ দাস তাঁর অলোচনায় এদেশে নাট্য আন্দোলনের বিকাশে কৃষক শ্রমিক ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আন্দোলনের ভূমিকা তুলে ধরেন। বাংলা নাট্যআন্দোলনে গণনাট্য সংঘ (IPTA) যে নতুন যুগের সূচনা করেছে যে প্রসঙ্গ উত্থাপন করে ডঃ দাস বলেন 'নবান্ন' নাটকের পূর্বে ঠিক অর্থে সাধারণ মানুষের ভূমিকা প্রাধান্য পায়নি। 'নীলদর্পণ' নাটকে কৃষক শোষণ ও তার বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ হলেও গণনাট্য সংঘের পর নাট্যআন্দোলন একদিন সংঘবদ্ধ রূপ পায়। ডঃ সরকার তাঁর ভাষণে বাংলা নাটকের ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি বলেন আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট ও বাংলা নাটকে তার প্রভাব তথা শ্রমজীবী মানুষের পৃথিবীর নানান প্রান্তে আন্দোলনের ছাপ বাংলা নাটককে সমৃদ্ধ করেছে। প্রথম দিনের অনুষ্ঠান শেষ হয় শ্রীদেবপ্রতীম রায়ের একক সেতার বাদনের মাধ্যমে।

২৩ নভেম্বর লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীরা সম্মিলিত সংগীত পরিবেশন করেন। এই সংগীত সীমাবদ্ধ ছিল শাখার প্রযোজিত নাটকের গানগুলির মধ্যে। শ্রীসুকুমার চক্রবর্তী বিভিন্ন নাটকের গান পরিবেশন করেন। এবং পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষের গান গেয়ে শোনান শ্রীদীপ্তেন্দু চক্রবর্তী। সবশেষে লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কালের যাত্রা' শ্রুতি-নাটক পরিবেশন করেন।

স্থানীয় ভাবে এই দু'দিনের অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের উদ্দীপনা ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। দুদিনের অনুষ্ঠানেই বাঘা যতীন এ্যাথলেটিক ক্লাব হল পরিপূর্ণ থাকে।

মুলকী কুরমালি ভাথি বাইসীর পশ্চিমবঙ্গ শাখার বিশেষ অধিবেশন

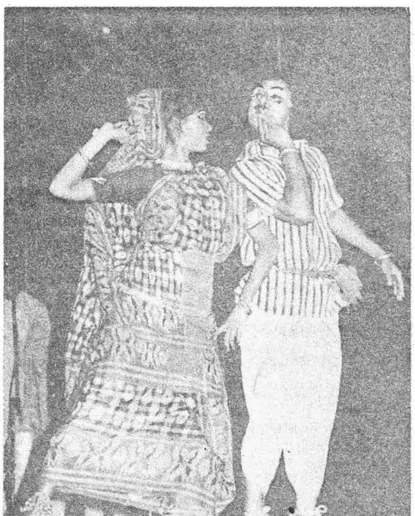
গত ২৬ নভেম্বর ঝাড়গ্রাম মহকুমার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে ঝাড়গ্রামের বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রী ললিতমোহন মাহাতোর সভাপতিত্বে মুলকি কুরমালী ভাথি বাইসি পশ্চিমবঙ্গ শাখার এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাঁকুড়া মেদিনীপুর, পুরুলিয়া জেলার ৩০ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। সভায় মাহাতো সম্প্রদায়ের কুরমালী ভাষা শিক্ষা ও প্রসার বিষয়ে আলোচনা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সহ বিহারের সমগ্র ছোট নাগপুর অঞ্চলের কুরমালী ভাষী সাংস্কৃতি জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক বিস্তৃতি যাতে লাভ করে সে জন্য প্রচারের উপর জোর দেওয়া হয়। এই ভাষার চর্চা ও পঠন পাঠন যাতে মেদিনীপুর জেলার বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে হয় তার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করা হবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

শিশু উৎসব ও প্রদর্শনী

গত ১৪-১৫ নভেম্বর ১৯৮৫ হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের অন্তর্গত ১৩নং সান্দেল বিলে তরুণ সংঘের উদ্যোগে শিশু উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় শিশু যুব ছাত্র ও বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায়। শিশুদের আনন্দদানের জন্য স্থানীয় ও বহিরাগত শিল্পী সমন্বয়ে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষন ছিল "জন কল্যানে বামফ্রন্ট সরকার" শিরোনামে একটি পোস্টার প্রদর্শনী এই প্রদর্শনী দেখতে প্রচুর লোক সমাগত হয়।

পরিশেষে সফল ক্রীড়া প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন বসিরহাটের মহাকুমা তথ্য আধিকারিক।

«ন্যাটেরো»র ১০ম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে নৃত্যানুষ্ঠান



বিষ্ণুপুরে শিক্ষানীতি বিষয়ক প্রদর্শনী

নমিতা কর্মার্শিয়াল ট্রেনিং সেন্টারের ৬ষ্ঠ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ৩০ নভেম্বর '৮৫ তারিখে বিষ্ণুপুর বৈলাপাড়ায় বিষ্ণুপুর তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে তিন দিন ব্যাপী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষানীতি বিষয়ক প্রদর্শনী ও টাইপ-সর্টহ্যান্ড মডেল চার্ট ও গ্রাফ সম্বলিত অপর একটি প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শণীর উদ্বোধন করেন বাঁকুড়া জেলা তথ্য আধিকারিক। এই উপলক্ষে আয়োজিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য, শিক্ষা ও প্রচার পুস্তিকার অপর একটি প্রদর্শণী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বিষ্ণুপুরের মহকুমা তথ্য অধিকারিক রাজ্য সরকারের শিক্ষানীতি সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। দর্শকদের মতামতের ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শণীতে শ্রীজয়ন্ত সরকার, শ্রীপ্রবীর মুখার্জি, শ্রীমতী সুপ্রিয়া গড়াই যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। শ্রীসুশান্ত ভট্টাচার্য ও শ্রীসাধন মণ্ডল সান্ত্বনা পুরস্কার লাভ করেন। শ্রীননীগোপাল দাসের সংযোজনায় আয়োজিত "বাণিজ্যিক যুগে টাইপ-সর্টহ্যান্ড শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক একটি আলোচনা চক্র সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

'ন্যাটেরো'র দশম বর্ষপূর্তি

ন্যাশানাল ইন্স্যুরেন্স্ কোম্পানি (সি.আর.ও এবং ই.আর.ও) প্রমোদ সংস্থা ন্যাটেরো স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব তাদের দশম বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত করলো মহাজাতি সদনে গত ১ নভেম্বর। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষনে কলকাতা আঞ্চলিক অফিসের এ্যাসিসট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার শ্রী এ.সি বণিক মিলন সন্ধ্যার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। সভাপতির ভাষনে পূর্বাঞ্চলীয় অফিসের রিজিওনাল ম্যানেজার শ্রী ডি.এন.মুখার্জি অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করেন। প্রমোদ সংস্থার সভাপতি শ্রী পি.কে.চৌধুরী সহকর্মীদের মধ্যে একতা এবং বন্ধুত্বের আহ্বান জানান। সাধারণ সম্পাদক শ্রী জগন্নাথ রায় স্বাগত ভাষন দেন। অনুষ্ঠানে লোকগীতি পরিবেশন করেন উৎপলেন্দু চৌধুরী। ক্যালকাটা কয়্যার গণসংগীত, লোকগীতি, লোকনৃত্য প্রভৃতি পরিবেশন করে। প্রমোদ সংস্থার সাংস্কৃতিক বিভাগের আহ্বায়ক শ্রী সুবীর সাহা সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিবেশন করেন।

বিবিধ সংবাদ

হলদিয়ায় জাহাজ মেরামতি কারখানা নির্মাণের কাজ শুরু করার দাবি

অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে হলদিয়ার জাহাজ মেরামতির কারখানা তৈরির কাজ শুরু করতে হবে। গত ২১ নভেম্বর রাজ্যসভায় সি পি আই (এম) সদস্য সুকোমল সেন এ দাবি জানান।

তিনি বলেন, গত ১৯৭৭ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছিলেন পূর্ব উপকূলবর্তী এলাকায় একটি জাহাজ মেরামতির কারখানা নির্মাণের জন্য হলদিয়াকে বেছে নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় জাহাজ ও পরিবহণ দপ্তরের থেকে তৈরি একটি স্টাডি গ্রুপ এ বিষয়ে জোরালোভাবে হলদিয়ার নাম প্রস্তাব করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন হলদিয়ার বন্দরের উন্নতির জন্য একটি ড্রাইডক সহ মেরামতির কারখানা গড়ে তোলা দরকার, যা ৪৫,০০০ ডি ডব্লিউ টি ক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজকে ধারণ করতে পারে। তাঁরা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার হাতে এই কারখানা নির্মানের দায়িত্ব দেবার কথা বলেছিলেন। সেই অনুযায়ী কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা গার্ডেনরীচ শিপ বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্সকে একটি প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করার দায়িত্ব দেয়। ১৯৭৯ সালের মাঝামাঝি এই রিপোর্ট প্রতিরক্ষা উৎপাদন দপ্তরে জমা পড়ে। ঐ দপ্তরের বোর্ড অব ডিরেক্টররা এবং জাহাজ ও পরিবহণ মন্ত্রকের পদস্থ অফিসাররা তা ভাল করে খতিয়ে দেখেন। এর পর গার্ডেনরীচ শিপ বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্সকে একটি অতিরিক্ত রিপোর্ট দিতে বলা হয়। পরে সেটিও জমা পড়ে।

গত ১৯৮০ সালের জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় জাহাজ ও পরিবহণ মন্ত্রী কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রীকে জানান যে অতিরিক্ত রিপোর্টটিও খতিয়ে দেখা হয়েছে এবং ১৫ দিনের মধ্যে এ সংক্রান্ত মতামত প্রতিরক্ষা উৎপাদন দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে এ বিষয় যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে যাবতীয় সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। কারখানার জন্য জমিও নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে।

বিদ্যুৎ ঘাটতি রাজ্যে রাজ্যে

সম্প্রতি লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী খুরশিদ মহম্মদ খান জানিয়েছেনঃ ১৯৮৫-৮৬ সালে দেশে বিদ্যুতের চাহিদা ১৮১ বিলিয়ন ইউনিট। আনুমানিক উৎপাদন ১৭০ বিলিয়ন ইউনিট। চাহিদার তুলনায় এবছর বিদ্যুৎ ঘাটতি ৬ শতাংশের মত।

প্রতিমন্ত্রী আরও জানান ঃ ১৯৮৫ সালের অক্টোবর মাসে নিম্নোক্ত রাজ্যগুলিতে বিদ্যুৎ ঘাটতি ৫ শতাংশেরও কম ঃ পশ্চিমবঙ্গ, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল।

উত্তরপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে এই ঘাটতি ১০ শতাংশ, এবং কর্ণাটক ও বিহারে ২০ শতাংশ।

মন্ত্রী জানান ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী যোজনার শেষে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা ৪২,৪৪০ মেগাওয়াট দাঁড়িয়েছে। সপ্তম যোজনায় ২২,২৪৫ মেগাওয়াট অতিরিক্ত উৎপাদন-ক্ষমতা সৃষ্টির লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ষষ্ঠ যোজনায় অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন-ক্ষমতা সৃষ্টির সাবেক লক্ষ্য ছিল ২২,০০০ মেগাওয়াট; লক্ষ্য পরে কমিয়ে ১৯,০০০ মেগাওয়াট করা হয়। কিন্তু সংশোধিত লক্ষ্যও পূরণ হয়নি; ষষ্ঠ যোজনার শেষে প্রকৃত অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টি ১৪,০০০ মেগাওয়াট।

কলকাতা ও হলদিয়া নৌবন্দরকে কীভাবে অবহেলা করা হচ্ছে

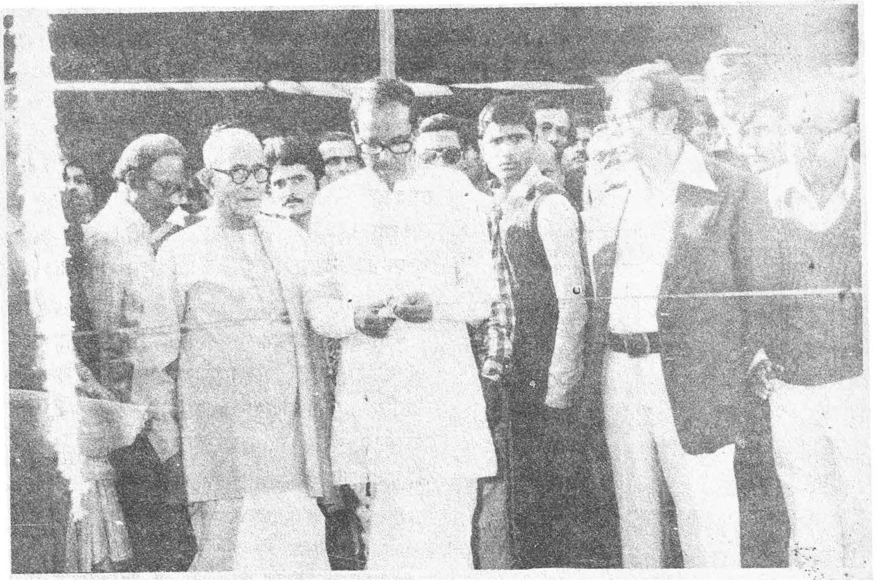
গত ২০ নভেম্বর রাজ্য সভায় সি পি আই (এম) সদস্য শ্রীমতী কনক মুখার্জির এক প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী রাজেশ পাইলট যে জবাব দেন তা থেকে জানা যায়, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী যোজনাকালে কলকাতা বন্দর ও হলদিয়া ডকের উন্নতির জন্য ছিল অর্থবরাদ্দ সর্বনিম্ন। শুধু তাই নয়, এই দুই বন্দর ও ডকের জন্য প্রকৃত খরচও সর্বনিম্ন। বোম্বাই বন্দরের জন্য বরাদ্দ ছিল ৬৮.৭৮ কোটি টাকা। কিন্তু খরচ হয়েছে ৭২.৪৫ কোটি টাকা। অপরদিকে কলকাতা বন্দরের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল ৩০.৩০ কোটি টাকা, কিন্তু খরচ হয়েছে মাত্র ১৯.৮৮ কোটি টাকা।

ফলে কলকাতা বন্দরের গুরুত্ব প্রতিবছরই কমেছে।

বিভিন্ন নৌ বন্দরের আধুনিকীকরণের জন্য ব্যয়

	ষষ্ঠযোজনার জন্য বরাদ্দ (কোটি টাকা হিঃ)	প্রকৃত খরচ (কোটি টাকা হিঃ)
কলকাতা বন্দর	৩০.৩০	১৯.৮৮
হলদিয়া ডক	২১.৪৫	১৩.১৮
হলদিয়া ড্রেজিং চ্যানেল	১১.৫২	১০.৯২
বোম্বাই বন্দর	৬৮.৭৮	৭২.৪৫
মাদ্রাজ বন্দর	৫৪.১৮	৮২.১৩
কোচিন বন্দর	৫৪.২২	৫৬.০১
বিশাখাপট্টনম বন্দর	৭১.৩৩	৫৭.৩৫
কান্দলা বন্দর	৪৬.২২	৪৯.০৮
পারাদ্বীপ	৬০.৮১	৬৭.২৭
তুতিকোরিন	২৫.৫৭	২৪.৮৪
নিউ ম্যাঙ্গালোর	১১.৮৪	৩৩.৪৮
মোট (অন্যান্য খরচ মিলিয়ে)	৫২১.২০	৫২৫.৩২

বর্ধমান আঞ্চলিক পশুরোগ বীক্ষণাগার কেন্দ্রের উদ্বোধন



৫ ডিসেম্বর বর্ধমানে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আঞ্চলিক পশুরোগ বীক্ষণাগারের উদ্বোধন করেন জন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রীরামনারায়ণ গোস্বামী। এ উপলক্ষে আয়োজিত এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন যে, এই প্রতিষ্ঠান বর্ধমানের গর্বের বিষয়। তিনি বলেন, চিকিৎসাবিজ্ঞানের সুফলকে সাধারণ মানুষের উপকারে লাগানোর উদ্দেশ্যে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আমাদের দেশে কৃষিতে ধনতান্ত্রের পূর্ণ বিকাশ না হওয়ায় চাষবাসের ক্ষেত্রে গো-মহিষাদি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এসমস্ত পশুর রোগ সম্বন্ধে গবেষণনামূলক অনুসন্ধান করার মত কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে নি, ফলে লক্ষ লক্ষ গরু-মোষ মড়কে মারা যায়, কৃষক সর্বশান্ত হয়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রামীণ জন সাধরণের উপকারে আসবে। তারা পশুরোগ সম্বন্ধে গবেষণা করে তার কারণ ও প্রতিরোধ উপায় নির্দ্ধারণ করবে। তিনি প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন সাফল্যের জন্য পশুপালন দপ্তরের কর্মীদের আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান।

বর্ধমান জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় এই প্রতিষ্ঠানের সুযোগ সুবিধার খবর গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আবেদন জানান।

অনুষ্ঠানে পশুপালন দপ্তরের বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীঅমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায় এই প্রতিষ্ঠান গঠনের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, ১৯৭৮ সালের প্রলয়ঙ্করী বন্যার পর গবাদি পশুর নানান রোগের সংক্রমণ, বিস্তার ও প্রসার পরিপ্রেক্ষিতে অনুভূত হয় পশুরোগ নির্ণয় ও প্রতিষেধক নির্দেশের জন্য আধুনিক বীক্ষাণাগার ও যন্ত্রপাতি এবং অভিজ্ঞ ও দক্ষ পশু চিকিৎসক ও পশু চিকিৎসা বিজ্ঞানীর প্রয়োজন। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইকে এ বিষয়ে সরকারের চিন্তার কথা জানান হল প্রধানমন্ত্রীর বন্যা তহবিল থেকে ২১ লক্ষ টাকা অনুদান কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যায়। এই অর্থ তিনটি প্রকল্প বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন করেঃ

১। বর্ধমানে একটি বিভাগীয় (আঞ্চলিক) রোগ নির্ণয় ও অনুসন্ধান কেন্দ্র।

২। বেথুয়াডহরীতে বিভাগীয় (আঞ্চলিক) একটি রোগ নির্ণয় ও অনুসন্ধান কেন্দ্র।

৩। চারটি ভ্রাম্যমান পশুচিকিৎলয় ও পশুরোগ নির্ণয় কেন্দ্র সাহায্যার্থে চারটি ভ্রাম্যমান গাড়ি ক্রয়। ভ্রাম্যমান কেন্দ্রগুলি হাওড়া জেলার আমতা ও বাগনান, বীরুভূম জেলার খয়রাসোল ও নদীয়া জেলার শান্তিপুর থেকে পরিচালিত হবে।

বর্ধমানের এই বীক্ষণাগারটির খরচ পড়েছে ১৫ লক্ষ টাকার মত। প্রধানমন্ত্রীর রিলিফ ফান্ড থেকে ৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা পাওয়া গিয়েছে। বাকি প্রায় ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় রাজ্য সরকার বহন করেছেন।

শর্তানুয়ায়ী এই বীক্ষণাগারটি কাজ করবার জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ইত্যাদি এবং কর্মসূচির রূপায়ণের যাবতীয় ব্যয় যথা বিভিন্ন বিভাগ প্রতিষ্ঠা ও আনুসঙ্গিক খরচ (বেতনসহ) রাজ্য সরকার বহন করছেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশুচিকিৎসা বিভাগের অধিকর্তা ডাঃ ফণী ভূষণ কুণ্ডু। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পশুপালন ও পশুচিকিৎসা বিভাগের সচিব।

কোচবিহারের পান্হনিবাস ও কালিকা বাজার উদ্বোধন।

গত ২৭ নভেম্বর প্রায় ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কোচবিহার পৌরসভার উন্নয়ন প্রকল্পের কোচবিহার শহরের পান্হশালা রোডে পান্হনিবাস ও কালিকা বাজারের পুনঃনির্মিত অংশের উদ্বোধন করেছেন রাজ্যের পৌর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীপ্রশান্ত শূর। নবনির্মিত ত্রিতল পান্হনিবাসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শ্রীকমলকান্তি গুহ ও পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রীশিবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন। ঐদিন কালিকা বাজারের পুনঃনির্মিত অংশের উদ্বোধন করেন কৃষিমন্ত্রী শ্রীকমলকান্তি গুহ।

২৭ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাসমেলার ময়দানে মেলার উদ্বোধন করেন শ্রীকমলকান্তি গুহ। শ্রীপ্রশান্ত শূর ও শ্রীশিবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন।

সুসংবদ্ধ প্রচার অভিযান

গত ৩১ নভেম্বর বারাসাত মহকুমা তথ্য অফিসের উদ্যোগে বামিনা দাসপাড়া সম্মিলনী যুব কর্মীদের সহযোগীতায় 'গ্রাম উন্নয়নের পঞ্চায়েতের ভূমিকা'-এই পর্যায়ে একটি সুসংবদ্ধ প্রচার অভিযান পরিচালিত হয়। পোস্টার প্রদর্শনী এবং চলচ্চিত্র অনুষ্ঠানকে এর অন্যতম সূচি হিসাবে রাখা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি উপস্থিত সকল শ্রেণীর মানুষের প্রশংসা লাভ করে। নানা স্তরের রাজনৈতিক এবং সমাজকর্মীরা পঞ্চায়েত কি এবং কেন-এই প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন। বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ২৪ পরগণা জেলাপরিষদের সভা শ্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। শ্রী ভট্টাচার্য তার ভাষণে গ্রামের দরিদ্র বঞ্চিত মানুষের গণতান্ত্রিক

চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে শোষণ সমাজিক অন্যায় বন্ধকরে তাদের প্রাপ্য অধিকার এবং দাবিকে প্রতিষ্ঠা করার কাজে পঞ্চায়েতকে অগ্রণী ভূমিকা নেবার আহ্বান জানান। তিনি এরূপ অনুষ্ঠান করার জন্য তথ্য কর্মীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং আগামী দিনে আরো এই ধরানের অনুষ্ঠান করার অনুরোধ জানান।

সার্বিক শিশু রোগ প্রতিষেধক প্রকল্প উদ্বোধন

ইউনিসেফের কার্যকরী ভূমিকায় বিশ্বস্বাস্থ্য কর্মসূচি রূপায়ণে নদিয়া জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে গত ১৯ নভেম্বর নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর ২নং ব্লকের অধীন ধুবুলিয়া অঘোরকামিনী গ্রন্থাগারে এক সভার মাধ্যমে সার্বিক শিশু রোগ প্রতিষেধকারী প্রকল্পের উদ্বোধন হল। নদিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীপরিমল বাগচীর সভাপতিত্বে এই জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক স্বাগত ভাষণ দেন।

উদ্বোধনী ভাষণে পশ্চিমবঙ্গসরকারের পশুপালন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীঅমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, প্রত্যেক শিশুর মুক্ত আলো, বাতাস, সমাজিক ন্যায়-বিচার পাওয়ার অধিকার আছে। বর্তমানে ভারতে শিশু মৃত্যুর হার কমেছে কিন্তু পুষ্টি, রক্ত সুষম খাদের অভাবে এই হ্রাস আশানুরূপ নয়। প্রকল্পটি রূপায়ণে সহযোগিতার জন্য তিনি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থাকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন আমাদের রাজ্য সরকার ও এ বিষয়ে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ৩০টি জেলা প্রকল্প রূপায়ণের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রাপ্য একটি নদিটা জেলাকে রাজ্য সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিক বেছে নিয়েছেন। জেলাতে গ্রামাঞ্চলে ৬০০টি এবং শহরাঞ্চলে ২০০ টি শিবিরের মাধ্যমে কর্মসূচি রূপায়িত হবে। প্রকল্পটি রূপায়ণের জন্য তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মী, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, পৌরসভা, স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মচারি এবং সর্বোপরি জনসাধারণকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান।

প্রধান অতিথি নদিয়া জেলা সমাহর্তা প্রকল্পটি রূপায়ণে সাফল্য কামনা করেন। ইউনিসেফের প্রতিনিধি শিশুরা রোগ প্রতিষেধকের অভাবে মারা যাওয়ার জন্য শুধু সরকার বা নির্দিষ্ট দপ্তরকে দায়ী না করে প্রতিটি মানুষকে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করেন।

কয়েকজন সহকারী স্বাস্থ্য অধিকর্তা কেন্দ্রীয় সরকারের আঞ্চলিক স্বাস্থ্য অধিকর্তা, এবং স্বাস্থ্য বিভাগের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকারিক সভাতে বক্তব্য রাখেন।

ধুবুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাধিপতি শ্রীশান্তি দাস, নবদ্বীপ পৌরপতি শ্রীবিশ্বনাথ মিত্র এবং সাধনপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত-এর প্রধান প্রকল্পটি রূপায়ণের জন্য জনসাধারণকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান। সভাপতি শ্রীপরিমল বাগচী বলেন যে, প্রকল্পটি রূপায়ণের প্রধান অন্তরায় নিরক্ষর জনসাধারণ। পঞ্চায়েত কর্মী, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মচারীদের মনে প্রাণে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ২৫ জন শিশু ও ১১ জন প্রসূতি-মা রোগ প্রতিষেধককারী ঔষধ গ্রহণ করেছেন।

মাহালি

মাহালি আদিবাসী গোষ্ঠী ঝুড়ি ও বাঁশের জিনিস পত্র তৈরি করার ব্যাপারে বিশেষ ভাবে পরিচিত। এটাই এঁদের প্রধান উপজীবিকা। কুটীর শিল্পে নিযুক্ত কতিপয় আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে মাহালিদের স্থান উল্লেখযোগ্য। মাহালিরা বেশী সংখ্যায় বসবাস করেন জলপাইগুড়ি জেলার চা বাগিচা অঞ্চলে। মেদিনীপুর ও অন্যান্য জেলাতেও এঁরা বসবাস করেন—কোথাও বা বেশী আবার কোথাও বা কম সংখ্যায়। ১৮৯১ সালে এঁদের বাংলাদেশে জনসংখ্যা ছিল ৪,২৭৭, আর ১৯৫১ তে-সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ২৬,৩৩৮। ১৯৭১ সালে সেই সংখ্যা ৪৭,২৪৭ তে দাঁড়ায়। পশ্চিমবংগের আদিবাসী জনসংখ্যার ১.৮৭ শতাংশ হলেন মাহালি সম্প্রদায়ের লোক।

কোন কোন গবেষকের মতে এঁরা সাঁওতালদেরই একটি বিছিন্ন শাখা। হয়ত জীবিকার বৈচিত্র্যের জন্যেই এঁরা কোন এক সময়ে মূল সমাজ থেকে ক্রমশঃ বিছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। মাহালিদের মধ্যে কেউ কেউ মুণ্ডামাহালি, ওঁরাও মাহালি, কোন মাহালি বলে ও পরিচয় দিয়ে থাকেন। কাজে এঁরা যে ঐ সব সমাজ থেকেও এসেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মাহালিদের মধ্যে বেশ কয়েকটি ভাগ আছে। আগে পাতর মাহালি, সুলুংকি মাহালি, বাঁশফোড় মাহালি, তাঁতী মাহালী, ও মাহালি মুণ্ডা এই কটি বিভাগ দেখা যেত এঁদের মধ্যে। বর্তমানে মূলতঃ তাঁতী মাহালি, ওঁরাও মাহালি কোল মাহালি এবং মাহালি নামক পরস্পর বিবাহ সম্পর্কহীন কয়েকটি বিভাগ দেখা যায়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ঝুড়ি ও বাঁশের অন্যান্য জিনিষপত্র তৈরি করা এঁদের প্রধান উপজীবিকা। প্রাচীনমতে, বাঁশফোঁড় মহালিরা ঝুড়ি ও বাঁশের জিনিস তৈরি করতেন, পাতর মাহালির ঐ সব উল্লেখিত কাজ ছাড়াও চাষবাস করতেন, আর তাঁতী মাহালিরা চাষবাস ও ক্ষেতমজুরের কাজ করতেন, সুলুংকি মাহালিরা পাল্কি বইতেন। মাহালিদের এইসব মূল বিভাগ গুলি প্রত্যেকেই কয়েকটি কোমাগত উপবিভাগে বিভক্ত। বিবাহ সম্পর্ক বিভিন্ন উপবিভাগের মধ্যে সংঘটিত হয়। কয়েকটি কোম প্রতীকের নাম হল নীল হরিণ, মাণ্ডি, বেরা মণ্ডল, গুয়া হেমব্রম, কান্তি, কারকুসা, হেমন্ত ইত্যাদি। এই সব কোম গুলি আবার উপকমে বিভক্ত।

পাহালি ভাষা আষ্ট্রিকভাষা গোষ্ঠীর মুণ্ডারি শাখা অর্ন্তভুক্ত। ১৯৭১ সালের লোক গননা অনুযায়ী ৯.৫২ শতাংশ মাহালি আক্ষরিক জ্ঞান সম্পন্ন। বর্তমানে বহু মাহালি ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াশুনা করছে।

এঁরা হরি, মনসা, গ্রাম ঠাকুরের পূজো করেন। করম, গড়েয়া, কালী, আখানি ইত্যাদি এঁদের মধ্যে প্রচলিত। টুকু, সারদুল, দোলযাত্রা প্রভৃতি এঁদের উৎসব।

তফসিলী জাতি ও আদিবাসী মঙ্গল বিভাগের উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে মাহালিদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারত হচ্ছেই, সাথে সাথে অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার ও ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে করে অন্যান্য উপজীবিকার সথে সাথে তাঁদের ঐতিহ্যবাহী উপজীবিকা ও লাভজনক হয়ে উঠতে পারে এবং তাঁদের আর্থ-সামাজিক মান উন্নয়নে সকৃস্ট ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

অমলকুমার দাস



শিক্ষায় মাতৃভাষাঃ আলোচনাসভা

গত ২৮ নভেম্বর বনগাঁর তথ্য দপ্তরের উদ্যোগে ও বেসরকারি সমাজকল্যাণ সংস্থা 'পথের পাঁচালী'র সহযোগিতায় বনগাঁ শহরের অদূরে চাঁপাবেড়িয়া গ্রামে একটি আলোচনা সভা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এদিনের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'শিক্ষায় মাতৃভাষা'। অনুষ্ঠানে স্থানীয় তরুণ-তরুণী ছাড়াও প্রবীণরা যোগদান করেন ও আলোচনায় অংশ নেন। দু'একজন বাদে প্রায় সব বক্তাই শিক্ষায় মাতৃভাষার অপরিসীম গুরুত্বের কথা তাঁদের বক্তব্যে তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রী উষারঞ্জন ভৌমিক শিক্ষায় মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, এই বিষয়টি নিয়ে ইদানীং নানা বিতর্ক চললেও এই রাজ্যে যখন বাংলার মত একটি সমৃদ্ধ ভাষা রয়েছে তখন শিক্ষার মাধ্যম কী হওয়া উচিত সে বিষয়ে কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। 'পথের পাঁচালী' সংস্থার সম্পাদক শ্রী জগন্নাথ লালা তাঁর বক্তব্যে শিক্ষার সর্বস্তরে বাংলার প্রচলনের দাবি রাখেন। এই বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বা অন্যান্য অনেক বিষয়ের চর্চা সম্ভব নয় এরকম ধারণা সম্পূর্ণ অবাস্তব। তিনি জানান যে সৎ প্রচেষ্টা নিয়ে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর বই প্রকাশের ব্যবস্থা করতে পারলে আমাদের শিক্ষার্থীদের অযথা ইংরেজির মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করতে হবে না।

অনুষ্ঠানের শেষে মহকুমা তথ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষানীতি সম্পর্কে বিষদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। আলোচনা ছাড়াও 'জনকল্যাণে বামফ্রন্ট সরকার' বিষয়ক পোস্টার প্রদর্শণী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মরণোত্তর আনুতোষিক বিতরণ

পশ্চিমবঙ্গ দলিল লেখক সমিতির আমতা (হাওড়া) শাখা গত ২৩ নভেম্বর আমতা পীতাম্বর বিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে তাঁদের প্রয়াত দু'জন সহকর্মীর বিধবা স্ত্রীর হাতে প্রত্যেককে পাঁচ হাজার এক টাকা মরণোত্তর আনুতোষিক বিতরণ করে।

হাওড়া জেলা কমিটির সম্পাদক সেখ সফিজুদ্দিন এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। সমিতির পক্ষে সেখ আইয়ুব আলী, চিত্তরঞ্জন দাস বক্তব্য রাখেন। অন্যান্য বক্তারাও অনুষ্ঠানের সামাজিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

বাটানগর দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ

গত ১২ নভেম্বর, ১৯৮৫ বাটানগর নিউল্যান্ডে রবীন্দ্র সুইমিং এ্যান্ড স্পোর্টস্ এ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের সহায়তায় ৩৮০ জন দুঃস্থ ব্যক্তি ও ছেলেমেয়েদের মধ্যে কাপড়, লুঙ্গী, ধুতি ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নুঙ্গী ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রীদিনেশ চ্যাটার্জী এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউল্যান্ড প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীধীনেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে উদ্যোগী সংস্থার সমস্ত সভ্যবৃন্দ এবং প্রচুর স্থানীয় জনসাধারণ উপস্থিত ছিলেন। সংস্থার সম্পাদক শ্রীশংকরকুমার দাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান।



মহাকরণের সম্মুখে বিনয়-বাদল-দীনেশ-এর মর্মর মূর্তি। গত ৮ ডিসেম্বর রাজ্য সরকার ও বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে-মাল্যার্ঘ্য অর্পিত হয়

ছবি ঃ ফণী চক্রবর্তী

মাদুর বোনার প্রশিক্ষণ

সম্প্রতি বনগাঁ ব্লক যুব দপ্তরের এক কর্মসূচি অনুযায়ী চাঁপাবেড়িয়া 'পথের পাঁচালী' ট্রাস্ট প্রাঙ্গণে মাদুর বোনার এক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। মূলত 'পথের পাঁচালী' সংস্থার উদ্যোগে ও যুব দপ্তরের সক্রিয় সহযোগিতায় বর্তমানে মোট কুড়ি জন মহিলা এই প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগদান করতে পেরেছেন। এইসব মহিলাদের প্রায় প্রত্যেকেই সমাজের অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত। জীবিকার জন্য ১৮ থেকে ৩৫ বছরের এই সব মহিলাদের অধিকাংশকেই গৃহস্থ বাড়িতে ঠিকার কাজ করতে হয়। কেউ কেউ আবার প্রয়োজনবোধে মাঠে জন মজুরের কাজ করতে বাধ্য হন। আর সময় খারাপ থাকলে হয়ত উপার্জন করার কোন পথই খোলা থাকে না।

সমাজের এই দরিদ্র শ্রেণীর মহিলাদের স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করা হচ্ছে যুব দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষকের মজুরির অর্থও দেওয়া হবে এই দপ্তর থেকে। এ ছাড়াও এশিবিরে প্রস্তুত মাদুরগুলি কিনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে। শিবির শেষে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলারা যাতে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারেন তার জন্য 'পথের পাঁচালী' ট্রাস্টের পক্ষ থেকে বনগাঁর মহকুমা ত্রাণ ও কল্যাণ বিভাগের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করা হয়। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে ত্রাণ ও কল্যাণ বিভাগ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলারা যাতে স্বনির্ভর হয়ে দাঁড়াতে পারেন তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ অনুদান হিসাবে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

স্বল্পসঞ্চয় সম্পর্কে আলোচনাসভা

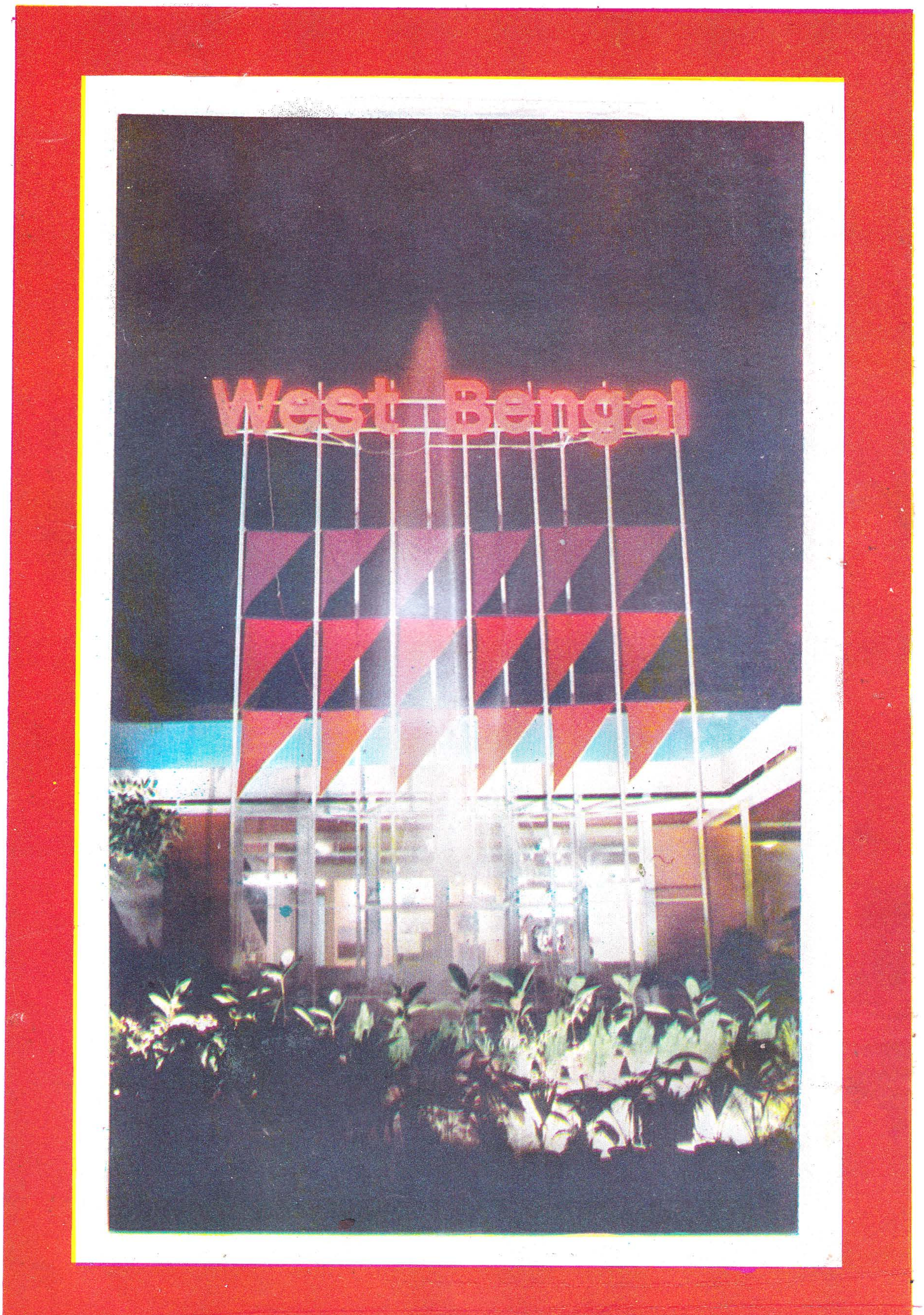
উদয়নারায়ণপুর পঞ্চায়েত সমিতি করণে স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পের এজেন্টদের এবং উপস্থিত ব্যক্তিদের নিয়ে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। সভায় বি. ডি. ও., হাওড়া জেলা তথ্য আধিকারিক, আমতা মহকুমা তথ্য আধিকারিক, ব্লক স্বল্প সঞ্চয় আধিকারিক এবং সহ অধিকর্তা, স্বল্পসঞ্চয় অধিকার, হাওড়া জেলা উপস্থিত ছিলেন। এই আলোচনায় '৮৫-৮৬ সালের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য এবং স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্প জনসাধারণের মধ্যে বিশেষভাবে চালু করার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকগণ বক্তব্য রাখেন। এই ব্লকের জন্য '৮৫-'৮৬ সালের লক্ষ্য মাত্রা ঠিক হয়েছে ৫০ লাখ টাকা। গত ৮৪-৮৫ সালে এই ব্লকে প্রায় ৩৫ লাখ ৬০ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছিল।



দ্বিতল সমন্বিত প্রদর্শনী কক্ষের একটি দৃশ্য।

মন্ডপে সজ্জিত পণ্যসম্ভারের একাংশ





ভারত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা '৮৫তে পশ্চিমবঙ্গ মণ্ডপের বহিরঙ্গের রাত্রিকালীন আলোকচিত্র (ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে)।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রিসিশন লিথোগ্রাফার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫/৩, গ্রীণ পার্ক, কলিকাতা ৭০০০১৯ হইতে মুদ্রিত